শাক্যসিংহ-প্রতিভা

বা

বুদ্ধদেব চরিত।

আদিলীলা।

"প্রেমের সন্ন্যাসী"—"দেবী না মানবী"—"শ্রীমন্তের মশান বা কমলেকামিনী"—"বাল্মীকি-চরিত"—"নলদময়ন্তী" প্রহ্লাদ-চরিত্র"—"সতী-বিসর্জ্জন বা সীতার বন-বাস"—"চতুরে চতুরে"—"ভণ্ডদল"—"পরেশচন্দ্র"—বসন্ত কুমার"

প্রভৃতি প্রণেতা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার বিরচিত।

কলিকাতা।

সন ১২৯৫ সাল।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার প্রণীত।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকালয় সমূহে এবং আমার নিকট পাওয়া যায়।

প্রেমের সন্ন্যাসী	...	...	অর্দ্ধ মূল্য	১৲
দেবী না মানবী	...	...	সুলভ মূল্য	৵৹
বাল্মীকি চরিত্র	...	...	অর্দ্ধ মূল্য	।৹
শ্রীমন্তের মশান	...	...	মূল্য	৵৹
প্রহ্লাদ-চরিত	...	...	(যন্ত্রস্থ)	।৹
নল দময়ন্তী		...	(যন্ত্রস্থ)	।৹
সংসার রহস্য	...	...	(যন্ত্রস্থ)	১৲
বুদ্ধদেব চরিত	...	...		
বসন্তকুমার (নব প্রকাশিত উপন্যাস)				১৲

১৫ই ফাল্গুন
১২৯৫ সাল

শ্রীশরৎকুমার সেন
১১২ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।
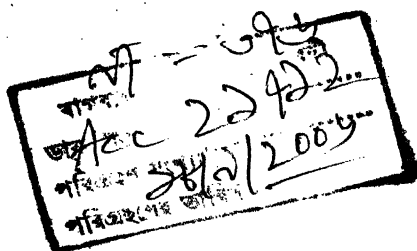
উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বসু

সুহৃদবরেষু।

ভাই!

ভগবান বুদ্ধদেবের "আদিলীলা" লিখিয়াছি! ভাল হইল কি, না হইল, সে বিচার তুমি করিও। আমি তোমার করে ইহা অর্পণ করিয়া সুখী হইলাম।

স্নেহাভিলাষী,

১৫ই ফাল্গুন, সোমবার }
সন ১২৯৫ সাল } শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

প্রকাশকের নিবেদন।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার, নিঃস্বার্থভাবে, তাঁহার প্রণীত "প্রেমের সন্ন্যাসী" এবং "শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেব চরিত" নামক উভয় পুস্তকের প্রথম সংস্করণ (অর্থাৎ প্রত্যেক পুস্তকের এক-হাজার মাত্র) ছাপিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহার স্বনামস্বাক্ষরিত স্বহস্তলিখিত পত্র ভিন্ন, দ্বিতীয় সংস্করণ বা প্রত্যেক পুস্তকের হাজারের অধিক মুদ্রিত করিতে পারিব না।

১৫ই ফাল্গুন
১২৯৫ সাল।

শ্রীশরৎ কুমার সেন।
১১২ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

নাটক লিখনে এই আমার তৃতীয় উদ্যম। প্রথমে "শ্রীমন্তের মশান" বা "কমলে কামিনী" প্রণয়ন করিয়া আমি সাধারণের যে প্রকার সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি—তাহার ফল দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্তও নিঃশেষিত হইয়াছে। তাহার পর "বাল্মীকি চরিত" রচনা করি, তাহাতেও আমি সাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং "বুদ্ধদেব চরিত" প্রণয়ণ করিয়া, আমি পাঠকবর্গের কৃপা দৃষ্টি প্রার্থনা করিলে, বোধ হয়, ধৃষ্টতা হইবে না।

"বুদ্ধদেব চরিত" প্রণয়ণে আমি যে সকল মহাত্মার পুস্তক হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, নিম্নে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিলাম।

১। কবিবর এডুইন্ আর্নল্ড্ প্রণীত "লাইট অব্ এশিয়া।"
২। শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বুদ্ধদেব-চরিত।"
৩। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত "বুদ্ধদেব-চরিত।"
৪। শ্রীযুক্ত বাবু তারকেশ্বর চৌধুরী প্রণীত "শাক্যসিংহ।"
৫। স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ প্রণীত "শাক্যমুনি-চরিত নির্ব্বাণ তত্ত্ব।"

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ।

শুদ্ধোদন	কপিলবস্তুর রাজা।
বুদ্ধদেব (সর্ব্বার্থ সিদ্ধ)	ঐ পুত্র
ছন্দক	সারথি।
বিশ্বামিত্র	শিক্ষক।
কালদেবল	একজন ঋষি।
নালক	কালদেবলের ভাগিনেয়।
মন্ত্রী	শুদ্ধোদনের মন্ত্রী।

প্রহরী, রাজদূতগণ, শ্রম, যত্ন, বৃদ্ধ, রুগ্ন, সন্ন্যাসী, বালকগণ,
তিলবাহক শিশুগণ, প্রজাগণ, কৃষকগণ,
ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মহামায়া	বুদ্ধদেবের মাতা।
গৌতমী	কনিষ্ঠা রাজমহিষী।
গোপা	বুদ্ধদেবের স্ত্রী।

সখীগণ, দেববালাত্রয়, ধাত্রী, দেবীগণ ইত্যাদি।

শাক্যসিংহ-প্রতিভা।

বা

বুদ্ধদেব চরিত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—প্রমোদ ভবন।

(শুদ্ধোদন ও মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। নাথ! দক্ষিণায়নোৎসবে সকলে উন্মত্ত প্রায়—সকলেই আনন্দতুফানে ভাসিতেছে, তবে তোমার মুখ মলিন কেন?

শুদ্ধোদন। প্রিয়ে! বাহ্যিক দুঃখ আমার কিছু নাই, সত্য। ধনাগার রত্নরাজিতে পূর্ণ; দাস, দাসী, হয়, হস্তী আত্মীয় স্বজনে রাজভবন পরিপূরিত—তথাপি বল দেখি, কিসের অভাবে আমি এত আনন্দেও নিরানন্দ? তোমা

হেন স্ত্রী—বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি, মধুরভাষিণী সত্যবাদিনী, সরলতার প্রস্রবণ, স্নেহের নির্ঝরিনী, জীবনের চির-সহচরী, সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা স্ত্রী সত্ত্বেও আমার কেন এত দুঃখ? কপিলবস্তুর চতুষ্পার্শ্বে শৈলমালা দুর্ভেদ্য দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গরূপে নগরকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে, রাজ্যমধ্যে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিতেছে; প্রজাবৃন্দের গৃহে গৃহে আনন্দোৎসবের উল্লাসধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়া যাইতেছে; রাজ্যের অভ্যন্তরে অসন্তোষ নাই, বহির্দেশে শত্রু নাই, তবে বল দেখি, কেন বিধুমুখী! রাজপুরীর এত আনন্দ-কোলাহল মধ্যেও বিষাদের কৃষ্টচ্ছায়া অঙ্কিত রহিয়াছে? দেখ, নগর মধ্যে স্থানে স্থানে তাল তমাল প্রভৃতি নানা-জাতীয় পাদপগণ অপরূপ শোভায় পরিশোভিত হইয়া নগরের রমণীয় শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। কোথাও নব পল্লবের আবির্ভাব, কোথাও মুকুলোদ্গম, কোথাও কুসুম বিকাশ, কোথাও বা ফলের রমণীয়তা। আনন্দ-কাননের পুষ্পসৌরভে, বিহঙ্গমগণের সুতান সংমিলিত স্বরে, ভ্রমরের গুণ গুণ রবে জনগণের মনে নিত্য সুখ বিরাজ করিতেছে; শোকার্ত্ত ব্যক্তিরাও তথায় গমন মাত্রে সর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হয়, রোগীর যন্ত্রণা থাকে না, চিন্তাকুলের চিন্তা কোথায় উড়িয়া যায়। রাধাবল্লভের অত্যুচ্চ পুরী, প্রাণবল্লভের মন্দির, কৃষ্ণ এবং শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, যাহার অভ্রংলিহ অত্যুচ্চ চূড়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত

শ্রেণীকে যেন উপহাস করিতেছি। তারপর দেখ, স্ফটিক প্রস্তর নির্ম্মিত, বহু মূল্য ভাস্করকান্তি মণির আলোকে আলোকময়, মলয় কাষ্ঠ নির্ম্মিত, দ্বার গবাক্ষ বিশিষ্ট, দেবাদিদের সতীশ সতীসহ রত্নময় আসনে আসীন থাকিয়া, নগরের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তাহার পূর্ব্বদিকে চিকিৎসালয়; তথায় ভৃত্যবর্গ যথা বিধি সেবা শুশ্রূষা ও শাস্ত্র সম্মত সুবৈদ্যবিহিত নানা প্রকার ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া রোগীদিগকে অচিরকাল মধ্যেই সুস্থ করিয়া তুলিতেছে। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার্থী নানাবিধ বিদ্যালয়, শিক্ষকগণ অবিরত শিক্ষাদান পূর্ব্বক অজ্ঞান তিমির নাশ করিয়া দিব্য জ্যোৎস্নাময় জ্ঞানপথে উপনীত করিতেছেন। বল দেখি সতি! এত সুখ সত্ত্বেও আমি অসুখী কেন? হায়! একপুত্র বিনা, আমার রাজ্য শূন্য, মরুভূমী-প্রায় বোধ হয়। "শাক্যকুলের বংশলোপ হইল" এই ভাবিয়া আমার মন সদা সর্ব্বদা আকুল হয়। বল দেখি সতি! আমা অপেক্ষা দুঃখী কে?

মহামায়া। নাথ! কাল রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় একটী মনোহর স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন দেবদূতগণ অতি যত্নে শয্যাসহ আমাকে বহন করিয়া হিমালয়শৃঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় ষষ্টি যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণ প্রান্তরে সপ্ত যোজন বিস্তৃত দীর্ঘ বিশাল শাল বৃক্ষতলে আমায় নামাইয়া পার্থিব কলঙ্করাশি মোচন করিবার জন্য, সম্মুখস্থ

দিব্য সরোবরে স্নান করিতে বলিলেন। আমি সরোবরে স্নান করিয়া উঠিয়া আসিলে, তাঁহারা আমায় দিব্য বস্ত্র পরিধান করাইলেন ও স্বর্গীয় কুসুম মালায় আমায় সজ্জিত করিলেন। তাহাতে যেন সেস্থান স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ হইল। তৎপরে শাল বৃক্ষের অনতিদূরে, রৌপ্য পর্ব্বতোপরি, স্বর্ণ প্রাসাদে, আমার জন্য স্বর্গীয় শয্যা বিস্তৃত করিয়া, তাঁহারা আমায় তাহাতে শয়ন করিতে বলিলেন, আমি তাঁহাদের কথা শিরোধার্য্য জ্ঞানে, তৎকার্য্য সম্পন্ন করিলাম। এমন সময়ে আকাশ হইতে একটী তারকা খসিয়া পড়িল, মুহূর্ত্তমাত্র অতীত হইতে না হইতেই সেই তারকা এক ষড়দন্ত শোভিত সুন্দর মাতঙ্গের আকার ধারণ করিয়া, গম্ভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কম্পিত করতঃ সেই রৌপ্য প্রাসাদে উপস্থিত হইল, এবং তিনবার অবনত মস্তক হইয়া, দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া আমার গর্ভে প্রবেশ করিল। মহাভয়ে ভীত হইয়া আমি সিহরিয়া উঠিলাম। তৎক্ষণাৎ আমার ভঙ্গ হইল। বল নাথ! এ স্বপ্নের অর্থ কি?

শুদ্ধোদন। প্রিয়ে? অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছ—প্রহরী—প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। (অভিবাদানন্তর) নরনাথ! দাসের প্রতি কোন্ কার্য্যভার——

শুদ্ধোদন। প্রহরী! মন্ত্রিন, কোণ্ডান্য, রাম, ধ্বজ, ভোজ, লক্ষণ, সুদত্ত প্রভৃতি আমার যে চৌষট্টীজন জ্যোতিষজ্ঞ সভাপণ্ডিত আছেন, মন্ত্রী কর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে আমার অভিবাদন জানাইয়া আমার মন্ত্রণাগৃহে আগমন করিতে অনুরোধ কর, শীঘ্র যাও, বিলম্ব না হয়।

প্রহরী। (পুনরাভিবাদন করিয়া) যে আজ্ঞা মহারাজ! দাস কার্য্যপালনে কখন পরাঙ্মুখ নয়।

(প্রহরীর প্রস্থান)

শুদ্ধোদন। রাণী! বিচারে এখনি যাহা হয় নির্ণীত হইবে—সর্ব্বাগ্রে তোমায় সংবাদ প্রেরণ করিব, এখন আমি রাজসভায় গমন করি।

(রাজার প্রস্থান)

রাণী। কি হবে জানিনা, কি শুভলক্ষণ ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশিত করিতেছে তাহাও বুঝা যায় না। দুগ্ধফেননিভ শয্যা আমার জন্য বিস্তৃত রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে শয়ন করিতে ইচ্ছা হয় না। কিয়ৎক্ষণ এইস্থানে শয়ন করি

(ভূমীশয্যায় শয়ন)

[গীত গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ]

বিভাস—(কীর্ত্তনাঙ্গ)

নরেশ নন্দিনী নরেশ মোহিনী
ভূ'পর শোয়সি কাহে ?
উৎসব যাওল, কাহে তুহি শুখাওলো,
দহসি কিস্ অন্তর দাহে ?
বরখে নভস'পর সুরয উজলকর
উঠো সই পহ'ল রাতি।
শুন সব সখী বাণী, নরেশ নন্দিনী,
সই ! সবে নিভা'ল বাতি।

মহামায়া। (উত্থান করিয়া)
সখি ! নহে আমি ঘুমঘোরে অচেতন।
কাল রাতে হেরিনু স্বপন, সখি ! যেন
দেবদূতগণে করিয়ে যতন কত,
শয্যাসহ হিমালয় শিরে লয়ে গেল—
মোরে, বহুল যতন করি। মনোহর
সরোবর তথা, বিস্তৃত প্রান্তর মাঝে
রৌপ্যময়। সমাদরে দেবদূতগণে,
সরোনীরে করাইল স্নান। পরাইল
দিব্য বেশভূষা, তাহে সুগন্ধে পুরিল

দেশ, স্বর্গীয় সৌরভে। বিনয় বচনে
দেবগণে কহিল আমায় "চল মাতা!
রৌপ্য পর্ব্বত উপরি সুবর্ণ প্রাসাদে,
দুগ্ধফেননিভ শয্যা, স্বর্গীয় কুসুমে
সাজায়েছি তোমাতরে।" শিরে ধরি দেব
আজ্ঞা, প্রবেশি সুবর্ণ প্রাসাদে শুইনু
পালঙ্কোপরি। হেনকালে সখি খসিল
বিমানে তারকা, উজলিল দশদিক,
তুষার ধবল মনোজ্ঞ এক মাতঙ্গ
আকার ধরিয়ে তারা, করিল ভীষণ
গর্জ্জন,—কাঁপিল তাহে সুবর্ণ দেউল।
ষড়দণ্ড শোভিত সুন্দর, মনোহর
তারা, তিনবার সসম্ভ্রমে নমি শির,
প্রবেশিল গর্ভে, দশনে দক্ষিণ ভেদি।
চমকি উঠিনু, ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর,
নিবেদিনু প্রাণনাথে স্বপন বারতা
এইক্ষণে। শুনি, চলি গেলা নরনাথ
বুধগণে কহিতে সভায়। দেখ সখি!
এখনি জানিবে মন্ত্রণার ফলাফল।

(রাজার প্রবেশ।)

শুদ্ধোদন। রাণী! রাণী!! বুধগণে করিয়ে মন্ত্রণা
প্রকাশিলা অদ্ভুত বারতা। তাই আসি
সুসংবাদ শুধাইতে তোমা। সুলক্ষণ
জন্মিবে নন্দন,—জুড়াবে প্রাণের জ্বালা।

পুণ্যবতি তুমি প্রিয়ে! পুণ্যাত্মা জন্মিবে
নন্দন; তাই স্বপনে পূজিল তোমায়
দেবগণ। যদি সুত পালে গৃহধর্ম্ম
সার্ব্বভৌম নরপতি হইবে সে কালে—

মহামায়া। কই নাথ! কেন তবে রহিলে নীরব?

শুদ্ধোদন। পতিপ্রাণা, সতী তুমি প্রিয়ে! শেষ কথা
কহিতে ডরাই। সুখরবি উদিবে কি
মোর ভালে, কোলে লয়ে চুম্বিব নন্দন?
আহা! প্রিয়ে!! পুত্র বিনা বিশুষ্ক বদন
হেরি, মনে মনে কত করিতে সাধনা
পূজি ইষ্টদেবে; ছিলে যেন অপরাধি
শত অপরাধে। এবে গর্ভবতী তুমি
সতি! রাজ্যময় উঠিবে আনন্দধ্বনি—

মহামায়া। নরনাথ! কেন নাহি কহ শেষ কথা?

শুদ্ধোদন। জেনে শুনে কেন প্রিয়ে! পড়িবে বিষম
ফাঁদে! বুধগণে করিয়ে মন্ত্রণা সবে,
নির্দ্ধারিল,—"ধর্ম্মপথ-গামী যদি হয়
সুত, প্রদানিবে জ্ঞান, অজ্ঞান মানবে
পৃথিবীর পাপভার করিবে হরণ।"

মহামায়া। হেন কথা শুনি, কেন হইলে আকুল
নরনাথ? দুর্য্যোধন সম শতপুত্রে
কিবা কাজ? যাচি বিধি পাশে, একপুত্র
যুধিষ্ঠির সম—ধর্ম্মে মতি হো'ক তা'র।

পট পরিবর্ত্তন ।

দৃশ্য—কৈলাস শিখর ।

(মহাদেব যোগে মগ্ন)

(গীত গাহিতে গাহিতে কালদেবলের প্রবেশ)

খাম্বাজ—চৌতাল ।

নমস্তে নমো বাঘাম্বর মঙ্গল কারণং
শূলপানি চন্দ্রচুড় ভবভয় বারণং ॥
শিব শম্ভু হর, যোগীশ্বর, রজত ভুধর মহেশ্বর,
কণ্ঠে হলাহল ধর, পাতকি জন তারণং ॥
ত্রিলোকনাশক দিগম্বর, ত্রিলোচন জটাধর,
সুরারি নাশন হতাস্মর, কলেবর ভস্ম মণ্ডিতং ॥
নমস্তে নমো ধূর্জ্জটি শঙ্কর, কামনাশ গঙ্গাধর,
ঈশ্বর, রজত ভূধর, বব ব্যোম উচ্চারণং ॥
নয়ন হুতাশন, মন্মথ শাশনে,
নমামি ঈশান, বাদন বিষানে
ব্যোমকেশ শূন্যপানে, সকল কলুষ হারণং ॥

(ধ্যান ভঙ্গ)

কালদেবল । যোগীশ্বর ! আমি আপনাকে প্রণাম করি ।

মহাদেব । এস কালদেবল ! তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমায় দেখিলে আমি সুখী হই । আজ কি কারণে এখানে আগমন করিয়াছ ?

কালদেবল। ভগবন্! আহারান্তে বিশ্রাম লাভার্থে স্বর্গে আগমন করিয়াছিলাম, তথায় দেখিলাম ইন্দ্রাদি সকল দেবতাই মহানন্দে মগ্ন রহিয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন,—"কমলাপতি বৈকুণ্ঠ-বিহারী আবার জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। পরম পুণ্যবান মহারাজ শুদ্ধোদনের প্রথমা মহিষী মহামায়া দেবীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছে—তিনি বুদ্ধি তরুমূলে উপবেশন করিয়া বুদ্ধ হইবেন এবং ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবেন; তিনিই বিষ্ণু অবতার। আমরা তাঁহার পতিতপাবনী শক্তি, ও অমৃতময় কথা শুনিতে পাইব, এই জন্য আমাদিগের এত আনন্দ।" তাই ত্রিলোচন! আমি আপনকার নিকট প্রকৃত তথ্য জানিতে আসিয়াছি—কেন পুনরাবতারের প্রয়োজন কি ভগবান?

মহাদেব। পুনরাবতারের প্রয়োজন ধর্ম্মের অবমাননা হইতেছে বলিয়া। শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ বেদানুমোদিত কার্য্য না করিয়া অন্যায় আচরণ করিতেছে—জীবগণ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে, যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছে না, ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাদর্পে দর্পিত হইয়া নরগণকে অন্যায় শিক্ষা প্রদান করিতেছেন—তাহাতে নরগণ অন্যায় আচরণ করিতেছে। বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া যুক্তিবলে দর্পিত ব্রাহ্মণগণের দর্প চূর্ণ করিবেন—"অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মত প্রচার করিবেন—এবং জীবে নির্ব্বানমুক্তি প্রদান করিবেন।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রমোদ কানন।

(শুদ্ধোদন ও মহামায়ার প্রবেশ)

শুদ্ধোদন। আহা প্রিয়ে! স্বভাবের কি সুন্দর শোভা হইয়াছে দেখ। পরিমলপায়ী লম্পট মধুপ কেমন ফুলে ফুলে চুমিয়া বেড়াইতেছে। মৃদু মৃদু পবনভরে সরসী সলিল নাচিয়া নাচিয়া কত রঙ্গ তরঙ্গে গা'ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে। সুললিত-কণ্ঠ-বিহঙ্গমগণ শাখায় শাখায় বসিয়া গান গাহিতেছে। কুসুম কুন্তলা লতাবলী প্রগাঢ় প্রণয়-ভরে, যেন বিটপি-বরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। এ সকল শোভা দেখিয়া কাহার মন না প্রফুল্লিত হয়?

মহামায়া। নাথ! স্বভাবের শোভা দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হয় সত্য, কিন্তু সমভাবে ত' থাকে না। দেখ উজ্জ্বল আলোকের পাছে পাছে ছায়া ভ্রমণ করে—নহিলে আলোকের এত গরিমা থাকিত না; কোমল কুসুমে কীটের আবাস, মৃণালেও কণ্টক, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। যদি সুখ দুঃখ সমভাবে না থাকিত, তবে সুখের এত মর্য্যাদা হইত না। রূপবান, বলবান, ও ধার্ম্মিক পুত্রের কামনায় সর্ব্বদা শুদ্ধাচারিণী, প্রফুল্ল মানস, ও নিবিষ্ট মনে ভগবানের আরাধনা করিয়া দশ মাস উত্তীর্ণ হইল, এখন আমি পূর্ণ গর্ভবতী; ললাট লিখন কে খণ্ডাইতে পারে?

হয়তো সুখ হইতে পারে, নয়তো দুঃখ হইতে পারে—নরনাথ! আমার একটি সাধ পূর্ণ কর।

শুদ্ধোদন। বল সতি! কোনকালে তোমার সাধ অপূর্ণ রাখিয়াছি।

মহামায়া। নাথ! এ অবস্থায়, আমার পিত্রালয় দেবদহে যাত্রা করাই শ্রেয়স্কর।

শুদ্ধোদন। ভাল প্রিয়ে! কালি তোমার ইচ্ছা পূরণ করিব।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

সচীবপ্রবর! রাজ্ঞীর ইচ্ছা যে তিনি তাঁহার পিত্রালয়ে গমন করেন, অতএব আপনি কপিলবস্তু হইতে দেবদহ পর্য্যন্ত রাজপথ যাহাতে সমতল হয় তজ্জন্য যত্ন করুন। কদলী বৃক্ষের তোরণ দ্বার, পূর্ণকুম্ভে, বৈজয়ন্তী রাজপথ অলঙ্কৃত করুন। যাহাতে সসত্বা রমণীর কোন অমঙ্গল না হয়, তজ্জন্য যত্নবান হউন।

মন্ত্রী। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

শুদ্ধোদন। প্রহরি!

(নেপথ্যে) মহারাজ!

শুদ্ধোদন। রাণীর সহচরীগণকে আহ্বান কর।

(নেপথ্যে) যে আজ্ঞা নরনাথ!

শুদ্ধোদন। প্রিয়ে! তুমি ক্ষণকাল সহচরীবৃন্দের সহিত অবস্থান কর—আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।

(প্রস্থান)

[গীত গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ]

কালাংড়া—কাওয়ালি।

প্রেম-পরশনে সতি ! প্রেমফল পাবে লো।
দশ মাস পূর্ণ হলো, মনআশ পুরিবে লো ॥
প্রসবি সুন্দর সুত, হইবে লো রাজমাতঃ।
নরেশ মোহিনী তুমি, আদরে তুষিবে লো ॥

মহামায়া। ———

——গীত——

ভৈরবী—মধ্যমান।

কবে বিনোদিনী, জুড়াবে জীবন ধনি !
পাইবে নন্দন কোলে, আঁধার রতন !
পবিত্র প্রণয় ফলে, নন্দনে করিব কোলে,
ডাকিবে "মা" মা" বলে, অমৃত বর্ষণ ॥
বহুদিন করি সাধ পুরিয়াছে মনোসাধ
নাহি ঘটে পরমাদ, এই আকিঞ্চন।
শুদ্ধ বেশে শুদ্ধ হ'য়ে পূজিয়াছি মহামায়ে,
সুখী হ'ব কোলে দিয়ে, রাজার রতন ॥

সখীগণ। কেন চিত ব্যাকুল, পরাণ কর আকুল,
পাইবে প্রণয় ফল, মনের মতন ॥

(সকলের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য—লুম্বিনী কানন।

(সখিগণ সহ রাজ রাণীর প্রবেশ)

মহামায়া। সখি! পরিচারকবর্গকে ক্ষণেক বিশ্রাম করিতে বল—আমরা ততক্ষণ এই লুম্বিনী প্রমোদকাননের বাসন্তী শোভা সন্দর্শন করি। দেখ! ফল পুষ্পভরে অবনত তরুকুলের কি রমনীয়তা, এ নির্জ্জন কাননে ভ্রমর বৃন্দের কত আনন্দ উচ্ছ্বাস, বিহঙ্গের সঙ্গীত ধ্বনি কত আরাম দায়িনী, সখি! ইচ্ছা করে, এই স্থানে কিয়দ্দিন অবস্থান করি। দেবদহে পঁহুছাইতে আর কত বিলম্ব হইবে সখি?

(শাল বৃক্ষের নব-পল্লব ছিন্ন করিবার জন্য রাণীর হস্তোত্তোলন)

সখি। অধিকক্ষণ নয় ———

মহামায়া। উঃ———

সকলে। কি সখি! প্রসব বেদনা?

(রাণীকে ধরিয়া সকলের প্রস্থান)

———

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—লুম্বিনী কাননের সম্মুখস্থ রাজপথ।

(সারথি ও শুদ্ধোদনের প্রবেশ)

সারথি। মহারাজ! রাণী কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য এই কাননে অবস্থিতি করিতেছিলেন, হটাৎ শাল বৃক্ষের একটি নব-পল্লব ছিন্ন করিবার জন্য যেমন হস্তোত্তোলন করিয়াছেন, অমনি তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। রাজ বৈদ্যগণ নিকটেই ছিলেন, মুহূর্ত্ত মাত্রেই তথায় উপনীত হইলেন। সুন্দর, সর্ব্বশুভ-লক্ষণাক্রান্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিল মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মহারাজ! বলিতে আমার রসনা জড়িত হইতেছে, সন্তান জন্মগ্রহণ করিবামাত্র কোথা হ'তে দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবীগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—স্বর্গীয় সৌরভে কানন পরিপূর্ণ হইল। সদ্যজাত শিশু সপ্তপদ অগ্রসর হইয়া "আমি ভূমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—প্রণম্য সবার" এই কথা বলিয়া নিকটস্থ পর্ব্বত কানন কম্পিত করিয়া এক ভীষণ গর্জ্জন করিলেন। দেবগণ সেই সদ্যজাত শিশুকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর, ধূপ, ধুনা প্রভৃতির দ্বারা আরতি করিতেছেন।

শুদ্ধোদন। সূত! এ সকল কি সত্য কথা, না ইন্দ্রজাল?

(নেপথ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, আরতি ও উচ্চগীতের শব্দ)

সারথি। ঐ শুন মহারাজ!

শুদ্ধোদন। চল সূত! শীঘ্র চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

দৃশ্য,—শাল বৃক্ষতল।

স্বর্ণ সিংহাসনে সদ্যজাত বুদ্ধদেব।

(একদিকে দেবগণ ও অপরদিকে দেবীগণ, রাজার প্রবেশ।)

(দশাবতারের স্তবগীতি)

দেবগণ। "ক্ষীরোদ অনন্ত প্রভু নাগোপরে শয়ণং।

দেবীগণ। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভনং॥

দেবগণ। কমলা সেবিত প্রভু তব দুটি চরণং।

দেবীগণ। নমস্তে অনাদিরূপ দেহিপদ শরণং॥"

দেবগণ। "অর্দ্ধ অঙ্গে মৎস্য অর্দ্ধ নরদেহ ধারণং।
দেবীগণ। দ্বিভুজে শোভিত হৈল দৈত্য অন্তকারণং॥
সকলে। নমস্তে শ্রীমীন রূপ দেহিপদ শরণং॥"

দেবগণ। "অনন্ত পুরুষ প্রভু অগোচর আগমনং।
দেবীগণ। লীলাদ্ভুতনাথ বিধি বিষ্ণু নিগমনং॥
দেবগণ। নাভিপদ্মে ব্রহ্মা পৃথিবী পৃষ্ঠোপরে ধারণং।
দেবীগণ। নমস্তে শ্রীকূর্ম্মরূপ দেহিপদ শরণং॥"

দেবগণ। "বিরাট আকার মূর্ত্তি বিস্তারিত দশনং।
দেবীগণ। মহীতলে ক্ষিতিদেব দন্তেক্ষিতি তাড়নং॥
দেবগণ। দৈত্যভূপ হিরণ্যাক্ষ দন্তাঘাতে নিধনং।
দেবীগণ। নমস্তে বরাহরূপ দেহিপদ শরণং॥"

দেবগণ। "সিংহমুখ নরকায় শশী ভানু লোচনং।
দেবীগণ। কণ্ঠদেশে বনমালা দৈত্য নাড়ী ভূষণং॥
দেবগণ। বিরাট আকার মূর্ত্তি দৈত্যপতি নাশনং।
দেবীগণ। নমস্তে নৃসিংহরূপ দেহি পদ শরণং॥"

দেবগণ। "দক্ষ কন্যা গর্ভে জন্ম কশ্যপস্য নন্দনং।
দেবীগণ। স্বর্গ মর্ত্ত আচ্ছাদিত যস্য নেত্র চরণং॥
দেবগণ। ভূতলে ভুজঙ্গ পাশে বলি দৈত্য বন্ধনং।
দেবীগণ। নমস্তে বামনরূপ দেহি পদ শরণং॥"

দেবগণ। "ব্রহ্মকুল পতিপদ ব্রহ্ম দৈত্য নাশনং।
দেবীগণ। যামদগ্নি সুত দেব ক্ষত্রকুল নিধনং॥
সকলে। নমস্তে শ্রীভৃগুরাম দেহিপদ শরণং॥"

দেবগণ। "দুর্ব্বাদল শ্যামকান্তি দশরথ নন্দনং।
দেবীগণ। বল্কবাস পরিধান শিরে জটা ধারণং॥
দেবগণ। সভয় ভঞ্জন দেব দশস্কন্ধ নাশনং।
দেবীগণ। নমস্তে শ্রীরামচন্দ্র দেহি পদ শরণং॥"

দেবগণ। "রজত অচল বরনিন্দিত তনু বরণং।
দেবীগণ। মত্ত করীবর জিনি অতি মত্ত গমনং॥
দেবগণ। রেবতীর মনোরম হল ঈশ ধারণং।
দেবীগণ। নমস্তে শ্রীবলভদ্র দেহি পদ শরণং॥"

দেবগণ। "সিন্ধু তট নীল গিরিবর মধ্যে স্থাপনং।
দেবীগণ। ধন্যকীর্ত্তি ধন্য ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজনং।
দেবগণ। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শনং।
দেবীগণ। নমস্তে শ্রীবুদ্ধরূপ দেহি পদ শরণং॥"

দেবগণ। "শ্বেত মূর্ত্তি শ্বেতবাস শ্বেত অশ্ব বাহনং।
দেবীগণ। আজানুলম্বিত ভুজ অসি চর্ম্ম ধারণং॥
দেবগণ। ভবিষ্য পুরাণে হবে ভবনাশ কারণং।
দেবগণ। নমস্তে শ্রীকল্কিরূপ দেহি পদ শরণং" ॥

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—রাজকক্ষ।

শুদ্ধোদন ও মন্ত্রী।

রাজা। হায় মন্ত্রী! প্রেয়সী বিনা আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। ফুল্ল কমলিনী! আমার জীবন সঙ্গিনী! অভাগায় ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে। এখনও সপ্তাহ অতীত হয় নাই, তোমার সদ্যজাত শিশুকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলে। দিবানিশি দেবতা অর্চ্চনা, শুদ্ধাচারে থাকিয়া একপুত্র কামনায় শেষে জীবন পরিত্যাগ করিলে? আয়তলোচনে প্রাণেশ্বরী! মনোমন্দিরাধিষ্টাত্রি দেবী, অশেষ রূপলাবণ্য সম্পন্নে বিবিধ সুখ প্রদে পুরজন হিতকারিণি! তোমা বিনা আমি পৃথিবী অন্ধকার এবং শূন্যময় দেখিতেছি, একবার দেখা দাও?

মন্ত্রী। মহারাজ! সুস্থ হউন। আপনি এপ্রকার শোকমগ্ন হইলে পুরজন কাহার মুখ চাহিয়া প্রবোধ মানিবে——

রাজা। হায় মন্ত্রী! পুত্র বিনা রাজ্ঞী যেন আমার নিকট কত অপরাধে অপরাধী ছিলেন—এক পুত্র কামনায় কপিলবস্তুর রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইল।

মন্ত্রী। মহারাজ!——

রাজা। ঐ দেখ মন্ত্রী ! ! উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া প্রেয়সীর সাধের বিলাস মন্দির দেখা যাইতেছে—(শূন্য দৃষ্টি) ঐ দেখ ? উন্মুক্ত বাতায়ণ পথ দিয়া দেখ ! রাজ্ঞীর বিলাস মন্দির মধ্যে বিচিত্র গালিচা বিস্তৃত, তদুপরি দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা সুসজ্জিত রহিয়াছে——(ক্ষণিক শূন্যদৃষ্টি) হে প্রাসাদ শ্রেষ্ঠ ! তোমার অধিষ্ঠাত্রি দেবী, অশেষ রূপলাবণ্য বুদ্ধি বিদ্যা ও সৎ নিয়মের আকর, আমার প্রেয়সী কোথা ? হায় প্রিয়ে ! ওই শয্যায় তোমার হৃদয় রতন, যতনের ধন সুখে শায়িত তুমি এখন কোথায় ? হায় ! যার পুত্র-সাধ ছিল সে চলিয়া গেল—তবে পুত্রে আমার কাজ কি———(শূন্যদৃষ্টি)

(নালক ও কালদেবলের প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ ! মহর্ষি কালদেবল———

রাজা। (চমকিত হইয়া) অঁ্যা——(স্থিরদৃষ্টি) হায় ঋষি ! আপনি ত্রিকালজ্ঞ. বলিতে পারেন কি—কোথায় প্রেয়সী আমার, কোথায় আমার আনন্দ-দায়িনী রমা ?

কাল। মহারাজ ! ক্ষান্ত হউন, এতো আপনার শোকের সময় নয়। রাজ্ঞী সপ্ত-সর্গপরে বাস করিতেছেন ; যিনি বুদ্ধদেবকে জঠরে ধরিয়াছেন, এ পাপ পৃথিবীতে আর তিনি থাকিবেন কেন ? সেথায় দেবগণ দাসরূপে তাঁহার সেবা করিতেছেন। রাজ্ঞীর ন্যায় পুণ্যবতী পৃথিবীতে কে নথাকিবেন, মহারাজ !

রাজ। যোগীবর! বড় সাধে ঘটিল বিষাদ, পুত্রের আশা করিয়া——

কাল। মহারাজ! আপনি শাস্ত্রজ্ঞানী, বিধাতার লিপি খণ্ডন করিতে চাহেন? আপনি অধীর হইলে, নৃপবর! আপনার সন্তানে কে পালন করিবে? মহারাজ! একবার রাজ্ঞীর বিলাস মন্দিরের দিকে চাহিয়া দেখুন, স্বর্গীয় আলোকে, কেমন মন্দির আলোকিত হইয়াছে। আপনার পুত্র কি আপনি সামান্য সন্তান মনে করেন? জীবের দুর্গতি দূর করিবার জন্য ভগবান আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যখন আপনার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহার অনুপম তেজে উদ্যান আলোকিত হইয়াছিল, বনস্পতি সকল ও অবনত মস্তকে যেন শাখা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন, স্বর্গের তুষিত-পুরস্থ দেবপুত্র সকল তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে স্তব স্তুতি সহকারে আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন—এ সকল দেখিয়াও কি আপনার মোহান্ধকার ঘুচিবে না?

রাজা। হায় ঋষি! একপুত্র বিনা——

কাল। নৃপবর! ধৈর্য্যধারণ করুন। কার পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে অষ্টপ্রকার শুভ নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে? যখন রাজ্ঞী গর্ভবতী, তখন (১) "তৃণ কণ্টকাদির কাঠিন্য ও দংশ মশকাদির দৌরাত্ম্য ছিল না; বায়ু অতি বিশুদ্ধ হইয়াছিল। (২) হিমাচল হইতে পার্ব্বত্য বিহঙ্গমগণ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে আসিয়া সুমধুর রবে গান করিয়া-

ছিল। (৩) রাজগৃহে সর্ব্বর্ত্তু সম্ভব ফলপুষ্প একদা প্রকাশিত হইয়াছিল। (৪) আপনার পুষ্করিণী সমূহ শকট চক্র পরিমিত অসংখ্য পদ্মনিচয়ে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। (৫) এ পুরীতে কোটীজনে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্যের ক্ষয় হয় নাই (৬) আপনার সুন্দর স্বর্ণ ও রৌপ্য রত্নাদির পাত্র সকল নির্ম্মল বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। (৮) রাজগৃহ চন্দ্র সূর্য্য বিনিন্দিত অত্যুজ্জ্বল প্রভায় নিয়ত আলোকিত ছিল"। আবার এখনও যে কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে?

মন্ত্রী। প্রভু! জন্মগ্রহণ মাত্রেই সপ্তপদ অগ্রসর হইলেন—ইহাতে কোন কার্য্যের———

কাল। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই দিব্য দৃষ্টিতে সমুদায় লোক অবলোকন করিয়া কোথাও আত্মসম কাহাকেও অবলোকন করেন নাই, তাই সপ্তপদ অগ্রসর হইয়া পৃথিবীতে যে যে কার্য্য করিবেন, সপ্তপদে সেই সপ্তকার্য্যের ভাব বুঝাইয়াছিলেন।

রাজা। যোগীবর! সকলি বুঝিতে পারি, সবই দেখিতেছি—কিন্তু মায়ায় মুগ্ধ মন, বুঝেও বোঝে না। লুম্বিনীকাননে শাক্যকুলধর জন্মগ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া, প্রজাগণ কপিলবস্তু শূন্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইল; আমি এতদুপলক্ষে দান ধ্যান আরম্ভ করিলাম, নানাবিধ পুণ্য কার্য্যে পুত্রের মঙ্গলাচরণ করিলাম, শত সহস্র ব্রাহ্মণের

পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম, যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল কল্পতরু হইয়া তাহাকেই তাহা দান করিলাম; সপ্তদিবস গত হইল, নবজাত শিশুকে লুম্বিনী কানন হইতে, রাজ্ঞীর বিলাস মন্দিরে, তাঁহার সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইলাম, ওহোঃ—ঋষিবর! আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম না। (ক্রন্দন) ভগবান! আমি জানি এ প্রকার বালকের ন্যায় ক্রন্দন আমায় শোভা পায় না, কিন্তু প্রাণ যে বোঝে না। পুত্রকে লইয়া নগরে প্রবেশমাত্র চারিদিকে মহানন্দের রোল উঠিয়াছিল, শত শত পূর্ণকুম্ভে নগর দ্বার সুসজ্জিত হইয়াছিল, বাদিত্র ও বাদকগণ জনগণের কর্ণে পীযূষ-রসবর্ষী সুমধুর গীতবাদ্যে নগর পূর্ণানন্দে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, শ্মশ্রুধারী স্তুতি-পাঠকেরা শ্রুতিবিনোদী-স্বর-লহরীযোগে শাক্যকুলের গুণকীর্ত্তন করিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল, বিবিধ-রত্ন-মণি-খচিত নানালঙ্কার-ভূষিত বিচিত্র-বর্ণ-শোভিত বস্ত্রাচ্ছাদিত নারীগণ পুষ্পচন্দন গন্ধ মাল্যাদি লইয়া নগরে প্রতিগৃহের দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। রাজবাটীতে বিশুদ্ধা বালিকা শুদ্ধাচারিণী অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা মঙ্গল গীত গাহিতে গাহিতে সদ্যজাত শিশুকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন, রাজপুর-মধ্যস্থ মহিলারা মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, রাজগৃহ দুন্দুভি দামামার শব্দে শব্দায়মান হইল, সকলি হইল, কিন্তু ভগবান্! যার আনন্দ, সে

কোথায় গেল, সে বিনা আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। (ক্রন্দন)

কাল। মহারাজ! আপনি জ্ঞানি, আপনি শোকে ধৈর্য্য ধারণ না করিলে———(নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টাও আরতির শব্দ এবং সেই দিকে সকলের স্থিরদৃষ্টি) নৃপবর! দেখ রাজপুরে অলৌকিক ঘটনা। মহারাজ! আপনার মত পুণ্যাত্মা এ পর্য্যন্ত কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দৃষ্টি করুন, দেবগণ ও দেবীগণে আপনার সদ্যজাত শিশুকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা ও আরতি করিতেছেন——চলুন দেবগণে দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

দৃশ্য—বিলাস মন্দির।

স্বর্ণ সিংহাসনে সদ্যজাত বুদ্ধদেব। একদিকে দেবগণ অপরদিকে দেবীগণ। রাজা, মন্ত্রী, নালক ও শ্রীকালদেবলের প্রবেশ।

রাজা। কই ঋষিবর! আমার পুত্র কই?

কালদেবল। মহারাজ! মায়াঘোরে আপনি আচ্ছন্ন, একবার মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের মহাজ্যোতিঃ সন্দর্শন করুন। দেখুন, স্বর্গীয় মহাজ্যোতিঃ কেমন বিলাস-মন্দির আলোকিত করিয়াছে——

বাগেশ্রী—একতালা।

কর শান্ত, হে শ্রীকান্ত!
জগৎ আলোকিত কর হে।
স্থল, জল, অনিল, অনল,
প্রভায় পুলকিত কর হে॥
যেমন দীপক, তিমির নাশক,
রবি চন্দ্র যথা, আলোকিত হেথা,
তোমার কিরণে বরষে হে।
মায়ামোহ ঘিরে, মানব নিকের,
দীপ্তিহীন নরে, পন্থাহারা করে,
সুমতি তা'দের প্রদান হে॥
আঁখিহীন যা'রা, দেখিবে তাহারা,
শ্রবণ বঞ্চিত, শুনিবে নিশ্চিত,
উন্মাদে স্মৃতিমান কর হে।
তরু, লতা, বন, হাসিছে কেমন,
পুষ্প ফলভারে, আনন্দ বিতরে,
অশান্তে শান্তিবারি ঢাল হে॥

(প্রণামানন্তর দেবগণের অন্তর্দ্ধান)

(কালদেবল ও নালকের প্রণাম করণ এবং
সদ্যজাত বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক কালদেবলের
মস্তকে পদার্পণ)

শুদ্ধোদন। মহর্ষি! সদ্যজাত শিশু আপনার মস্তকে পদার্পণ করিল? একি আশ্চর্য্য বিপর্য্যয়!!

কালদেবল। (হাসিয়া) মহারাজ! নিজের ধ্বংশ নিজে কে করে? বুদ্ধিসত্ত্বের প্রণাম পাইতে পারে এমন কে আছে মহারাজ? ইনি আমায় প্রণাম করিলে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া যাইত।

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও বুদ্ধদেবকে প্রদক্ষিণ করণ)

শুদ্ধোদন। তপোধন! এই আপনি হাসিতে ছিলেন, আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

কালদেবল। (নত মুখে ক্রন্দন)

শুদ্ধোদন। ঋষিবর! আপনি কেন রোদন করিতেছেন? কিজন্য আপনার নয়নবারি বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে? গম্ভীরভাবে কেন আপনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন? কুমারের তো কোন অমঙ্গল ঘটিবে না?

কালদেবল। মোহান্ধ নৃপবর! যিনি মঙ্গলময়, তাঁহার আবার অমঙ্গল!! কুমারের জন্য আমি রোদন করিতেছিনা,—আমি রোদন করি আমার নিজের জন্য। "মহারাজ! এই কুমার ভবিষ্যতে দেবলোক ও নরলোকের হিত ও সুখের জন্য ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন। ইনি আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্য্যবসানে কল্যাণ, সুন্দর অর্থযুক্ত সুব্যক্ত অমিশ্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ নির্দ্দোষ ব্রহ্মচর্য্য, পর্য্যবসানে ধর্ম্মপ্রকাশ করিবেন। আমাদিগের ধর্ম্মশ্রবন করিয়া জাতি ধর্ম্মাক্রান্ত জীবগণ জাতিবিমুক্ত হইবে। এইরূপ জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ ও

দৌর্ম্মনস্থ অপায় ও আয়াস হইতে মুক্ত হইবে। আর রাগ, দ্বেষ, মোহাগ্নি-সন্তপ্ত জীবগণের সাধু ধর্ম্মরূপ জলবর্ষণে আহ্লাদ উৎপাদন করিবেন; বিবিধ কুদৃষ্টি গ্রহণ বশতঃ বিশুষ্ক ও কুপথগামী জীবদিগকে সরলমার্গে নির্ব্বাণ পথে আনয়ন করিবেন; সংসার পিঞ্জর কারাবদ্ধ ও ক্লেশ বন্ধনে আবদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন করিবেন; আর অজ্ঞানন্ধতারূপ তিমিরপটলাবৃত-নয়ন লোক-দিগের প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপাদন করিবেন। যাহারা ক্লেশ-শল্যবিদ্ধ তাহাদিগের ক্লেশশল্য উদ্ধরণ করিবেন। মহারাজ! উডুম্বর পুষ্প যেমন কখন কদাচিত ইহলোকে উৎপন্ন হয়, তেমনি কখন কদাচিত বহুকোটি নিযুত কল্পান্তে ভগবান্ ইহলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন"। নরপতি! মায়া-ঘুম-ঘোরে আপনি অচেতন, কুমারের দেহস্থ অশীতি প্রব্রজনানুবাঞ্জন এবং দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়াও কি আপনার চেতনা হইতেছে না? আশ্চর্য্য! ধাতার কৌশল—

শুদ্ধোদন। যোগীবর! আমি সকলই বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু এক একবার অতীত স্মৃতি আসিয়া আমায় মাতাইয়া তুলিতেছে—আর আমি পুনরায় মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি। (ক্ষণকাল পরে) "হে কুমার! হে বিভো!! ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমায় বন্দনা করিলেন, ঋষিগণ কর্ত্তৃক তুমি পূজিত হইলে, তুমি সকল লোকের চিকিৎসক, আমিও তোমায় বন্দনা করি।"

(রাজার প্রস্থান।)

কালদেবল। বৎস বালক! আমি আর অধিক দিবস এ ধরায় থাকিব না। তোমাকে একটী উপদেশ দিয়া যাই, স্মরণ রাখিও। দেখ! যখন তুমি শ্রবণ করিবে যে ইহলোকে বুদ্ধ, ধর্ম্ম প্রচার-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শাসনানুসারে প্রব্রজন করিবে। ইহকালে শান্তি, পরকালে মোক্ষ যদি আকাঙ্খা কর, তবে আমার বাক্য অবহেলন করিওনা।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজ বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ।

(কতকগুলি ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

১ম ব্রাহ্মণ। এউ—হেউ—ওঃ—

২য় ব্রাহ্মণ। তাইতো হে ভট্চায্ আহার কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় ভক্ষণ করা হয়েছে না? এউ—হেউ—ওঃ——

সকলে। ন-স্থানং তিল ধারণে—এ—এউ—হেউ—ওঃ——

১ম ব্রাহ্মণ। এউ—ওঃ—রাজার পুত্র সন্তান লাভ—এউ—উ—

২য় ব্রাহ্মণ। শশিকলার ন্যায় দৈনন্দিন বর্দ্ধিত—এউ—হেউ—হুঁ—

৩য় ব্রাহ্মণ। কিহে বিদ্যালঙ্কার—পপাত-ধরণীতলে—

৪র্থ ব্রাহ্মণ। শিশুর ভাষণে, ক্রীড়নে, রোদনে ও মোদনে রাজগৃহ মধুময়——এউ—হেউ - তাইতো তর্করত্ন! আহারটা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গোছের—না ?

৫ম ব্রাহ্মণ। দ্বাত্রিংশৎ জন ধাত্রী এবং স্বয়ং গৌতমী দেবী, মাতৃস্বসাঃ—কুমারকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন—এউ—হেউ—

৪র্থ ব্রাহ্মণ। মহারাজ আর ভাবিয়া পান্ না, পুত্রের কি নাম রক্ষা করিবেন—

১ম ব্রাহ্মণ। তারপর বিদ্যারম্ভ! ব্যাপারটা সম্পন্ন হলো কি প্রকারে? আমি সে সময়ে অনুপস্থিত ছিলাম—লুচির তাড়নে যত্নবান—

৪র্থ ব্রাহ্মণ। কাহারও কথাই রাজার মনোপযুক্ত হয়না—এউ—শেষে আপনি স্থির করিলেন—হেউ—"কিমহং কুমারস্য নামধেয়ং করিষ্যামি ?"

২য় ব্রাহ্মণ। ইত্যর্থ—আমি সন্তানের কি নাম রক্ষা করি—কেমন ?—এউ—

৪র্থ ব্রাহ্মণ। তৎপরেই নৃপতির প্রতীতি হইল—"অস্য হি জাত মাত্রেন মম সর্ব্বার্থ সমৃদ্ধাঃ সংসিদ্ধাঃ।"—হেউ—উঃ—

১ম ব্রাহ্মণ। অস্যার্থ—এই শিশু জন্মগ্রহণ মাত্রই আমার সর্ব্বকামনা সুসিদ্ধ হইয়াছে—এউ—হেউ—ওঃ—

৪র্থ ব্রাহ্মণ। অতএব—"অহমস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধ ইতি নাম কুর্য্যাং।" —হেউ—ওঃ—

৫ম ব্রাহ্মণ। ইতার্থ—আমি ইহার সর্ব্বার্থসিদ্ধ এই নাম অর্পণ করিব।—ওঃ—কোন বিষয়ের অতি কিছুই নয়—গুরুর নিষেধ—আহারটা অতিরিক্ত বিধায় দারুণপীড়ন তাহার একমাত্র অন্তরায়—

২য়। কিঞ্চিৎ উদ্গার—এ্যা—হ্যা—উঃ—

৩য়। আরে বেল্লিক—বমন

১ম। না—না—রক্ষা হইয়া গিয়াছে—যাহাহউক বর্ত্তমানে এপ্রকারে নামকরণ ক্রিয়াপলক্ষে আহারাদি আর কোথাও হয় নাই—চল বাগস্থানে সত্বর পদচালন পূর্ব্বক উপস্থিত হওয়াই শ্রেয়ঃ!

সকলে। হাঁ—হাঁ—তথাস্তু—এউ—হেউ—ওঃ—

[সকলের প্রস্থান]

(নেপথ্যে)—অ্যা—হ্যা—ওয়াক্—থু—আঃ কিঞ্চিৎ উপসম।

(শ্রম ও যত্নের প্রবেশ)

শ্রম। দেখ! রাজকুমার কিয়দ্দিন পরে বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিবেন, আমরা উভয়ে সাহায্য না করিলে তাঁহার যথার্থ শিক্ষালাভ হওয়া দুরূহ। কুমার ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে, প্রথম অতিশয় ক্লেশ বোধ করিবেন, অতএব যদি আমরা তাঁহার সহায় হই, তাহাহইলে তিনি অচিরেই সে কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিয়া বিদ্যানগর দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।

যত্ন। আমরা সহায় হইলে, "ভ্রম" তথায় অগ্রসর হইতে

সক্ষম হইবেনা। বিদ্যানগরে প্রবেশ মাত্রেই আমরা রাজকুমারকে সন্মুখস্থ দুইটী মনোহর উপবন দেখাইয়া দিব। যদি "ভ্রম" তথায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা কুমারকে "জ্ঞান অসি" প্রদান করিব, তিনি তদ্দ্বারা অনায়াসে "ভ্রমকে" পরাজিত করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

শ্রম। আমি কুমারকে প্রথমতঃ "সাহিত্য" বৃক্ষের নিকটে লইয়া যাইব। তাহার চিত্ত বিনোদিনী শোভা সন্দর্শন করিলে, তন্মূল পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে শীঘ্র তাঁহার পদ অগ্রসর হইবেনা। "সাহিত্য" বৃক্ষের চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তৃত শাখা প্রশাখা ও পত্র একটীও ভগ্ন বা ক্ষত নয়, এবং নিত্য নব-পল্লব মুকুল পরিশোভিত হইয়া উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে।

যত্ন। ভাল, কুমার যখন "সাহিত্য" বৃক্ষের মূল দর্শন করিয়া শাখা প্রশাখার দিকে অগ্রসর হইবেন, তখন আমি তাঁহাকে "কাব্য" নামক বৃহৎ শাখা যাহা উদ্যানের অনেক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাহাই দর্শন করাইব। দেখ, "কাব্য" শাখার ছায়াই যাবতীয় তরুণবয়স্ক সুকুমার-মতি বালকদিগের বিশ্রামস্থল। "অলঙ্কার" প্রভৃতি কতকগুলি লতায় "কাব্য-শাখাটী" জড়িত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। সুকুমারমতি বালক-কবিগণ ঐ লতা হইতে "পদ্য" ও "গদ্য" নামে দুই প্রকার পুষ্প আহরণ করিয়া নানাপ্রকার পুষ্পালঙ্কারে

বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনা ও বিদ্যাকে বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত করেন। দেবী তাঁহাদিগের সেই সকল উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া ভুবনমোহিনীরূপে দর্শকদিগের নানা প্রকারে চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন। রাজকুমারও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া যাহাতে কিছুকাল বিদ্যা-দেবীর পূজা করেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিব।

শ্রম। আমি তৎপরে তাঁহাকে "সাহিত্য-বৃক্ষ" সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করাইয়া "স্মৃতি বৃক্ষ-মূলে" লইয়া যাইব। "স্মৃতিবৃক্ষ" যদিও সুন্দর নয়, সহজে জনগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না, তথাপি সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেক মহানুভবই ইহা দর্শন করিতে অগ্রসর হয়েন। তুমি তাঁহাকে, তৎপরে, "ন্যায়-বৃক্ষ-মূলে" লইয়া যাইও। সে বৃক্ষ অতি মনোহর, শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে সম-বিস্তৃত, পত্র সকল স্বভাবতঃ নির্ম্মল প্রভা বিশিষ্ট, পুষ্পদল দেখিতে তেমন নয়; কিন্তু, গন্ধ অতি মিষ্ট, তুমি যথেষ্ট সাহায্য করিলে তবে তিনি কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার ফলগুলি অতি রসাল বটে, কিন্তু বর্ণ চোরা, অর্থাৎ কাঁচা পাকা এক বর্ণ বলিয়া অনেকেই সুস্বাদ, সুরসাল, সুপক্ক ফল চিনিতে না পারিয়া, "ভ্রম" পিশাচের বশবর্ত্তী হইয়া রসনার অপ্রিয় অস্বাস্থ্যকর, কটু, অপক্ক, ফল পাড়িতে উদ্যত হন; কিন্তু ফলের বন্ধন অতি দৃঢ় বলিয়া তাহাতে

অকৃতকার্য্য হইয়া পরাঙ্মুখ হন্। রাজকুমারের কিন্তু তাহা ঘটিবে না, কারণ আমরা সহায় হইলে "ভ্রম" প্রথমেই পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিবে।

যত্ন। চল আমরা রাজকুমারের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হই। অতি সত্বরেই নৃপতি তাঁহাকে বিদ্যামন্দিরে প্রেরণ করিবেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য—রাজপুরোদ্যান।

(রাজকুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ, এবং কতকগুলি বালকের প্রবেশ)

১ম বালক। ভাই! তোমার বাবা তোমায় পাঠশালায় দেবেন না?

রাজকুমার। পাঠশালায় গিয়ে কি হ'বে ভাই?

২য় বালক। কেন ভাই! লেখাপড়া শিকৃবি। তুমি যে ভাই রাজার ছেলে, লেখাপড়া না শিকৃলে তোমার তো রাজা হওয়া হবেনা——

রাজকুমার। রাজা হওয়া ভাই ভাল নয়, রাজা হলে দেক্‌তে পাস্‌নি কত পাপ কর্‌তে হয়? বাবা রাজা, রোজ কত লোককে, কত সাজা দেন, তাতে তাঁর কত পাপ হয়——

৩য় বালক। কেন ভাই! তা'রা যে দোষ ক'রেছে—তা'ই তা'দের সাজা দেন। আর যারা ভাল কাজ করে তাদের যে তেমনি ভাই কত টাকা দেন——

রাজকুমার। তা' থাক্‌গে ভাই, আমি যদি কখনও রাজা হই, তাহলে ঐ যে দুষ্টু কোটাল্‌টা আছে——

সকলে। ঐ যে চোরকে লোয়া পুড়িয়ে দাগা করে দেয়?—

রাজকুমার। হ্যাঁ ভাই—হ্যাঁ—আমি যদি রাজা হই, তাহলে ওকে তাড়িয়ে দেবো। আহা! তারা কত "বাপ্‌রে—মারে—গেলুমরে করে চেঁচায়, আর ঐ দুষ্টুটা তবু তাদের ছেড়ে দেয়না। আয় ভাই আমরা গান গাই।

সকলে। কি গান গাইবো ভাই?

রাজকুমার। কেন সেই যে সেদিন, ওই আকাশের কোল থেকে একজন সোন্দর দেবতা নেবে এসে, আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, তারপর আমরা যেমন নেচে নেচে পেচন ফির্‌লুম আর তাঁকে দেক্‌তে পেলুম না।

সকলে। আয় ভাই সেই গানটাই গাই। তিনি সেই শিকিয়ে দিয়ে, কোথায় পালিয়ে গেলেন, তা' আমরা কিছু দেক্‌তে পেলুম না। সকলে মিলে তাঁকে ডেকে ডেকে কত কাঁদলুম, কিন্তু ভাই তিনি তো আর এক দিনও আগাস্ থেকে নেবে এলেন না।

রাজকুমার। দেখ্‌ ভাই! আয় আজ আমরা চোক বুজিয়ে সেই গানটাগাই, তিনি যদি আজকে আসেন, তা'হলে আজ আর ছেড়ে দেবোনা—কেমন?

(সমবেত গীত)

ধানি মিশ্র—একতালা।

মায়া ঘোরে বাঁধা, কেন থাকি আর !
কেবা আছে বল, আমার আপনার !
কত কত দেশে, কত রীতি মিশে,
যা'রে ত'ারে হায় ! বলে আপনার।
আমি যে কাহার, কেহ তা জানে না,
কেহ কা'র নয়, বুঝেও বোঝে না,
ভাই বনে মিলে, খেলে কুতূহলে,
"দাদা" "দিদি" বলে, কোলে [illegible]য় তুলে,
মিছে দিন বয়ে যায় তার ॥

২য় বালক। হ্যাঁ ভাই, সত্তি? ভাই, বোন, বাপ, মা, কেউ কাহারও আপনার নয়? এমন গান আমাদের সে দেবতা আকাশ থেকে নেমে এসে কেন শিকিয়ে গেল ভাই?—এর মানে কি ভাই?

রাজকুমার। আমার বোধ হয় ভাই, ওর মানে আছে। এই দেখনা ভাই, তুমি আমার যদি আপনার হও, তবে তুমি আমাকে ছেড়ে অত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন—তুমি আমি একটা শরীর হলো না কেন? ওই দেখ, ভাই, মাথার ওপর দিয়ে পাখীগুলো উড়ে যাচ্চে ওরা কি কেউ কারর আপনার নয়, তবে ওরা একজনকে ফেলে তাড়াতাড়ি যা'বার চেষ্টা কচ্চে কেন, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চে না কেন?

৩য় বালক। যাক্‌গে ভাই—গানটা শেষ কর্‌, আধখানা গান গেয়ে রেখে দিলি কেন ভাই ?

সকলে। আচ্ছা ভাই, আয় আবার গাই।

(সমবেত গীত)

ধানি মিশ্র—একতালা।

কি কাজ করিতে, জগতে এসেছি,
দিন গেল বয়ে, কি কাজ সেধেছি,
খেলিতে খেলিতে, নাচিতে নাচিতে,
হাঁসিতে হাঁসিতে, কাঁদিতে কাদিতে,
কতদিন যায়, ফাঁকি দিয়ে হায়,
মিছেখেলা কতদিন খেলিব আর ॥

রাজকুমার। না ভাই! আজ আর আকাশ থেকে সে দেবতা নেবে আস্‌বেনা, দেক্‌চো না এতক্ষণ গান গাইলুম তবু তিনি এলেন না—

(রাজা ও রাণীর প্রবেশ।)

রাণী। কে আস্‌বে বাবা! কার জন্য তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছ ?

রাজকুমার। মা! মা!! তুমি তাঁকে ডেকে দাওনা—তিনি আমাদের কেমন গান শিকিয়েছেন "ভাই, বোন, দাদা, দিদি, মা, বাপ, কেউ কারও নয়—কেউ আপনার নয়—"

রাজা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বল্লে বাবা? তিনি বলেচেন "কেউ আপনার নয়"? তিনি কোথা থেকে এলেন?

সকলে। তিনি ওই আকাশ থেকে নেবে এলেন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। সচিবপ্রবর! দেখ দেবতার ছল।
বুধগণে করিয়ে মন্ত্রণা, প্রকাশিলা
যবে, অদ্ভুত বারতা, তখনি তরাসে
কাঁপিল হৃদয়। ভাবিলাম মনে মনে,
"রাজপুত্রে, কোন দুঃখে সংসার ত্যজিবে?
দুঃখের সংবাদ, জানিতে দিবনা তারে।
সুখময় এ সংসার, যদি ভাবে সুত,
"পরদুঃখ বিমোচনে, ত্যজিয়ে সংসার"
কেন যাবে তবে? নিশ্চয় এ দেবতার
ছল। অদ্ভুত কাহিনী শুন সুতমুখে।

বালকগণ। মন্ত্রী মশায়! ওই আকাশ থেকে একজন দেবতা নেবে এসে আমাদের একটা খুব বড় গান শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে—সে গানের মানে "কেউ কারুর আপনার নয়, ভাই, বোন, মা, বাপ, কেউ কারুর আপনার নয়—

রাণী। শুন মন্ত্রী! বুঝি বাধিয়াছে সর্ব্বনাশ!—

মন্ত্রী। মাতঃ উতলা কিহেতু হও? শুনি আগে,
গীতিমর্ম্ম করি আলোচনা। যাহা হয়,
পরে করিব নির্ণয় বিচারি বিশেষ।
সুতবৃন্দ! কিবাগীতি শিখায়েছে তোমা?

২য় বালক। মন্ত্রী মশায়! আপনি শুন্‌বেন, আয় ভাই আমরা গানগাই; (রাজকুমারকে) আয়না ভাই?

রাণী। না—না—তোমরা গাও।

(সমবেত গীত)

ধানি মিশ্র—একতালা।

মায়া ঘোরে বাঁধা কেন থাকি আর?
কেবা আছে বল, আমার আপনার?
কতকত দেশে, কত রীতি মিশে,
যারে তারে হায়! বলে আপনার।
আমি যে কাহার, কেহ তা জানে না,
কেহ কার’ নয়, বুঝেও বোঝে না,
ভাই বনে মিলে, খেলে কুতূহলে,
“দাদা” “দিদি” বলে, কোলে লয় তুলে,
মিছে দিন বয়ে যায় তার॥
কি কাজ করিতে, জগতে এসেছি,
দিন গেল বয়ে, কি কাজ সেধেছি,
খেলিতে খেলিতে, নাচিতে নাচিতে,
হাঁসিতে হাঁসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
কতদিন যায়, ফাঁকি দিয়ে হায়,
মিছে খেলা কতদিন খেলিব আর॥

রাজকুমার। হাঁ মা! সত্তি, আমার আপনার কেউ নেই?

রাণী। আছে বউ কি বাবা! এই আমি তোমার আপনার, রাজা তোমার আপনার, মন্ত্রী তোমার আপনার, এই

সমস্ত রাজ্যের প্রজা তোমার আপনার, এই বাড়ী, বাগান, তোমার আপনার

রাজকুমার। হাঁা, মা, বাড়ী বাগান সবই যদি আমার, তবে ওরা আমার কাছে আসেনা কেন, অমন সোন্দর গোলাপ ফুলটি আপনি গাছ থেকে ছিঁড়ে এসে আমার হাতে আসেনা কেন? না—মা! ওরা কেউ আমার আপনার নয়--তুমিই খালি আমার আপনার——

রাজা। যাও বাবা, তোমরা সকলে মিলে বাগানে খেলা করগে——

(গোলমাল করিয়া বালকগণের প্রস্থান)

রাজা। দেখ মন্ত্রী! এই বয়স হইতেই, পুত্রের ভাবান্তর আরম্ভ হইল। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন "বৃদ্ধ, জরা, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষুক, দর্শনে পুত্র গৃহত্যাগী হইবে।" আমি অতি সাবধানে তাহাকে সুখের সাগরে ভাসাইয়া রাখিয়াছি। "যৌবনে বিবাহ দিয়া সংসারবন্ধন আরও দৃঢ়তর করিব" এই স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত আছি; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! স্বর্গ হইতে দেবগণে অথবা কোন মায়াবী বালকের সহিত ছলনা করিতেছেন—কে বলিতে পারে।

মন্ত্রী। মহারাজ! কুমার এখনও অত্যন্ত বালক, উচ্চতত্ত্ব ধারণায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমার মতে তাঁহার বিদ্যারম্ভের বয়ঃক্রম অতীত হইয়া যাইতেছে। যদি কুমারকে

বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত করা যায় তাহাহইলে বোধ হয়—অন্য চিন্তা আপাততঃ তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হইতে পারে—

রাজা। মন্ত্রী! এ অতি উত্তম পরামর্শ। আগামী কল্য উত্তম দিন স্থির করিয়া আমি কুমারকে বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত করিব। বিদ্বান হইলে, বিদ্যার গরবে কুমার রাজ্য-শাসন বিষয়ে ইচ্ছুক হইতে পারে—

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—রাজ দুর্গমধ্যস্থ শস্যক্ষেত্র।

হলস্কন্ধে কয়েক জন কৃষাণের প্রবেশ।

১ম। রাজাতো রাজা!! এম্‌নি নাহোলি কি রাজ্যি চলে—

২য়। তা' বটে তো—চাষালোক মোরা, রাজ্যির মধ্যি যদি খাটি খাতি পাই—তা' অন্য মুলুকে যাবান্ ক্যান্?

৩য়। মোদের রাজা, কি রাজা!! বাহোবা! একটা রাজ পুত্তুর হলো, লাখো লাখো টাকা চাষালোক্‌কে বিলিয়ে দ্যালে। মোর পিসির ছ্যালেরা ঐ সেই সে মুলুকে বস্‌তি করে; ওই—তা'র—রাজাটার নাম্ কি ছাই—চন্দর্-বন্দ্—কি—শীতলানন্দ—নাকি, কি বল্ ছ্যালো ভালো, মুই মনে রাকৃতি পারিনা। তা'

তা'রা—তা'দের দ্যাসের রাজাকে খাজ্‌না দিতি দিতি অক্কা কাত্‌

৪র্থ। হাঁ—রে—হাঁ, মোর এক হুমুন্দি ওই ওহানে বস্‌তি করে, ত্যানার খাজ্‌না দিতি দিতি জানের বাঁধন আল্‌গা হই গেইলো, তবু হালার রাজা একটা কানা কড়ি বাদ্‌ দিএলেনা—মোরাতো তা' কত্তি, বহুত্‌ সুখে আছি রে ভাই——

৫ম। আজ্‌কে শোন্‌চো? রাজপুত্তুর নাকি চাষ করা দ্যাক্‌তি আস্‌বান্‌——

২য়। সত্তি বল্‌চো না দম্‌বাজী করো?

৩য়। না ভাই, সত্তি!—সত্তি!! মুক্তীরি মশায় ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দ্যাছেন—"সব চাষা লোক যাতি হবে—রাজপুত্তুরকে আশীর্ব্বাদ কোর্‌তি হবে, রাজামশয় দুমোহোর করে দ্যাবান্‌——

৪র্থ। অ্যা—এঃ (বিকটহাস্য) দুমোহোর—দুবচ্ছরের খোরাকি? —আঃ—ঝাঁট কুড়ীরপুত এই সময় জরে পড়্‌লি——

১ম। আরে কারজন্তি তুমিগার এত দুঃখ্‌ লাগ্‌চে?

৪র্থ। আরে অ্যা দুমোহোর!! দুই মোহর আর দুই মোহরে পাচ্‌মোহর হইবার লাগ্‌তো—ঝাঁটকুড়ীর পুত্‌ এদ্দিন সবুর করে্য এই মাদ্দিখানে জরে পড়্‌লি—যা' এই জরেই যা' আর কাজ নাই—তোকে——

৩য়। আরে কার জর হএলোরে——

৪র্থ। সেই মাগীর পুত্‌—পুত্‌—আমার ছাওয়াল-

(নেপথ্যে গীত)

১ম। আরে চুপ দে——

৩য়। অ্যা—অ্যা——

৪র্থ। আরে ডর করিস্ ক্যান্—রাজপুত্তুর আস্‌চ্যান্

২য়। তা' ভ্যানা গান শুন্যকেচেন? বাঃ—

(মুখব্যাদান করিয়া হাস্য)

{ গীত গাহিতে গাহিতে সর্ব্বার্থসিদ্ধ এবং কয়েকজন ছাত্রের প্রবেশ। }

কীর্ত্তন—ভাঙ্গা সুর।

ভাই! আমার মানস মাঝারে
সাধের বাসনা সদাই বিহরে।
বুঝিতে চাই, কি সে বাসনা?
ধরিতে ধাই, হৃদয় কামনা,
(যেন) লুকাইয়া পড়ে অজ্ঞাত আগারে॥
নয়ন মুদিয়ে, বুঝিতে পারিনা,
খুলিয়ে নয়ন, দেখেও দেখিনা,
ছায়াবাজী মত, আসিয়ে আসেনা,
এ হেন ছলনা কে বোঝাবে আমারে?

রাজকুমার। তোমরা এখানে কি কর্‌চো?

চাষাগণ। এজ্ঞে মোরা এহানে চাষ করবান্—ভোগোবান তোমাগায় রাজা কর্‌ব্যান, আমাগার ছাওয়াল পুত্ত সব সুখে থাকব্যা—

রাজকুমার। আচ্ছা তোমরা অত গরু নিয়ে এসেছে কেন? তোমাদের কাঁদে ওগুলো কি?

১ম। এজ্ঞে—এজ্ঞে—মশায় রাজপুত্তুর, বড় হলি সব জান্তি পারব্যান———

রাজকুমার। তোমরা এত গরু এনেচো, তোমাদের কি দরকার?

২য়। এজ্ঞে—মোরা ঐ গরুদিগে লিয়ে লাঙোল্ দেবান্—চাষ কর্‌বান্—

রাজকুমার। তোমাদের কাঁদে ওগুলো কি?

৪র্থ। এহারে লাঙোল্ কয়, এজ্ঞে—এজ্ঞে—এই লাঙোল্‌গুলো ঐ গরুর কাঁদে চাপিয়ে দিয়ে, এই ভূঁই চস্‌লো—তাহলি ধান হবান—

রাজকুমার। আচ্ছা কই আমায় দেখাও দেখি, আমি তোমাদের জড়ান জড়ান কথা সব বুঝ্‌তে পারি না—

(ব্যগ্রভাবে সকলের গোলমাল করণ)

১ম। মুই যাবা—

৪র্থ। না মুই যাবা (টানাটানি)

৩য়। মুই যাবা—

২য়। রাজপুত্তুরকে খুসী করতি পাল্লি, তুই বক্‌সিস্ পাবা আর মুই বুঝি পাবা না—না, মুই যাবা (টানাটানি)

রাজকুমার। আচ্ছা, না, তোমরা ঝগ্‌ড়া কর্‌চো কেন, যে কেউ হো'ক্ একজন যাও—আমি সকলকে বক্‌সিস্ দিতে বল্‌বো।

সকলে। হা—হা—তাতো বটেই!! এম্নি নাহলি কি রাজার ছাওয়াল—একি মোগার মত গরিব!! যে, এক পয়সা খয়রাত কত্তি পারবানা—

(একজনের প্রস্থান)

১ম ছাত্র। আচ্ছা ভাই! তোমার বাবা এখনও এলেন না।

রাজকুমার। কি জানি ভাই, আমিতো জানিনা (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—ওকি ভাই, ওই গরু দুটীর ঘাড়ে ঐ অতবড় কাটখানা দিচ্ছে—ওতে যে ওদের ঘাড়ে লাগ্‌বে (ব্যগ্রভাবে দৃষ্টি) না—না আর আমি দেক্‌তে চাইনা, এই এর জন্যে এত উৎসব!! "হল কর্ষনোৎসব" এই এরই নাম!! (বিনীত ভাবে) তোমরা ওকে বারণ করো, ও ঐ অবলা গরু দুটীকে অত মা'চ্ছে কেন—আমি আর দেক্‌তে চাইনা—তোমরা ওকে গরুর কাঁধ থেকে ঐ কাটখানা খুলে নিতে বলো———

চাষাগণ। (চীৎকার করিয়া) এই—এই—আর দেহাত্তি হ'বানা—রাজপুত্তুর মানা কচ্ছ্যান—এই শোন্‌চো?

{ রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, এবং অন্যান্য কতিপয় রাজকর্ম্মচারী এবং ধনাঢ্য প্রজার প্রবেশ }

রাজা। বাবা সর্ব্বার্থসিদ্ধ! তুমি এখানে রয়েছ? আমি তোমায় দেখিতে না পাইয়া এতক্ষণ হলকর্ষনোৎসব আরম্ভ করিতে পারি নাই———

রাজকুমার। না পিতঃ! এ "হলকর্ষনোৎসব" আমার দেখিয়া কাজ নাই—বাক্‌শক্তিহীন পশুগণের উপর এ প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া উৎসবের প্রয়োজন নাই——

রাজা। সর্ব্বার্থসিদ্ধ! তুমি এখনও ননীর গোপাল, তোমার অন্তঃকরণ অতি কোমল, তাই সামান্য বিষয়ে অত বিচলিত হও। দেখ! "হলকর্ষনোৎসব" আমাদের একটী প্রধান বাৎসরিক উৎসব। সমস্ত কপিলবস্তুর প্রজাবৃন্দ আজ এই উৎসবে আনন্দে উন্মত্তপ্রায়—এ উৎসব কি বন্ধ হইতে পারে। আহার, মানবের জীবন, আহার বিনা কেহ জীবিত থাকেনা, সেই আহারীয় উৎপাদন জন্য "হলকর্ষণ" করিতে হয়—নচেৎ শস্য উৎপন্ন হইত না। ওই জম্বু বৃক্ষতলে নিবীড় কৃষ্ণছায়ায় তোমার জন্য শয্যা বিস্তৃত হইয়াছে, তদুপরি সুবর্ণ খচিত ও দোদুল্যমান মণি সংযুক্ত চন্দ্রাতপ প্রসারিত, তুমি তথায় উপবেশন করিয়া "হলকর্ষনোৎসব" সন্দর্শন করিবে। আমার সহস্র হল, তন্মধ্যে একশত সপ্ত হল রজতালঙ্কারে এবং একখানিহল, তাহার বলীবর্দ্দ সংযমন সূত্র ও দণ্ড সুবর্ণে মণ্ডিত; আমি সেইখানি প্রথমে ক্ষেত্রের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি কর্ষণ করিয়া চলিয়া যাইলে, মন্ত্রী, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হইবেন। চল, আমাদের উৎসব আরম্ভ করি——

(সকলের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

দৃশ্য—প্রান্তর, জম্বুবৃক্ষমূল।

(বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে, বিচিত্র শয্যায় রাজকুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ, পার্শ্বে বাল্যসহচরগণ, কিঞ্চিৎদূরে কিঙ্কর ও কিঙ্করীবর্গ এবং জনকয়েক প্রজা দণ্ডায়মান)

১ম সহচর। দেখ দেখি ভাই, সর্ব্বার্থসিদ্ধ! তুমি তোমার বাপের সঙ্গে "হলকর্ষণোৎসব" দেক্‌তে আস্‌তে চাইছিলে না, এ কেমন আমোদ বল দেখি?

রাজকুমার। আমোদ কি ভাই? আমারতো এতে আমোদ বোধ হয় না, নির্দ্দোষী বাক্‌শক্তিহীন পশুদিগের উপর অত নিষ্ঠুর আচরণ করিতে, কি আমোদ ভাই?

জনৈকপ্রজা। ওই আবার ওঁরা এইদিকে আস্‌চেন, চল—চল—

(উৎসাহিত চিত্তে সকলের প্রস্থান)

রাজকুমার। আমায় একলা রেখে সকলে চলে গেলো, (কিয়ৎক্ষণ পরে) আকাশ থেকে সেই দেবতা নেবে এসে আমাদের একটা গান শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, তার এক কথায় এই মানে যে "এ সংসারে, ভাই, বোন, বাপ মা, কেউ কা'রই আপনার নয়"—সত্য এ কথা? কেহই কাহারও আপনার নয়, যে যার আপনার লইয়াই ব্যস্ত। এই "হলকর্ষণোৎসবে" পশুগণের প্রতি এত নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, কে তাহাদিগের জন্য একবার দুঃখিত হয়?

বরং সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। পিতা, যিনি রাজা, প্রজাবর্গের কত কত বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান—তিনিও আজ এ নিষ্ঠুর আচরণে আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। তবে আর জগতে কে কাহার জন্য ভাবে? কেহই কাহারও আপনার নয়—এ কথা নিশ্চয়ই সত্য।

(চক্ষুমুদিত করিয়া উপবেশন)

[রাজা, মন্ত্রী, ও জনকয়েক প্রজার প্রবেশ]

মন্ত্রী। একি! নির্ব্বাত তড়াগোপম নিস্পন্দ, তারকা-বেষ্টিত-শশধরের ন্যায় দিব্য কান্তিযুক্ত, অনুরাগোদ্দীপ্ত বদন, ধ্যান স্তিমিত-লোচনে, জম্বুবৃক্ষমূলে কুমার একাকী উপবেশন করিয়া আছেন—কেহতো এখানে নাই, কারণ কি?

রাজা। দেখুন, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমাকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে, বৃক্ষ সমূহের ছায়া দিক্ হইতে দিগন্তরে গমন করিয়াছে, কিন্তু এই জম্বুবৃক্ষতলের গোলাকার ছায়া সেই সমভাবেই বর্ত্তমান! আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য!! পুত্রের জন্মাবধি কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিল তাহার ইয়ত্তা নাই। [কিয়ৎক্ষণ পরে] হায়! কুমার রূপে ইন্দ্র, কিম্বা তেজে ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পর্ব্বতশিখরস্থ অগ্নির ন্যায়, তারকামণ্ডিত শশধরের ন্যায়, এই ধ্যানস্থকুমার তেজে দীপ-কল্প ইহাকে দর্শন করিয়া আমার সর্ব্বশরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে——

গীত গাহিতে গাহিতে কয়েকজন ভিলবাহাক শিশুর প্রবেশ।

(গীত)

পূরব গগনে উদ'ল ভানু
পশ্চিম অকাশে পড়িবে ঢলিয়া।
বরষ আইল, বরষ যা'বে
আজি কালি করি যাইবে চলিয়া ॥
জীবনের আশ, মিটেনা পিয়াস
পিয়াসে পিয়াস বাড়িবে রে।
এ হেন পিয়াসে, কেন কর আশ,
যে পিয়াস কভু নাহি নিভে রে ॥
কবি কহে শুন, আশ না করিহ,
আশে পিয়াস যাইবে বাড়িয়া।
মিটিয়ে সে আশ, কভু নাহি মিটে,
তবহুঁ আশ রহিবে পড়িয়া ॥

রাজকুমার। (ধ্যান ভঙ্গ) অ্যাঁ—অ্যাঁ—পিতঃ! এ গান কারা গাহিতেছে ?

রাজা। সর্ব্বার্থসিদ্ধ! ———

রাজকুমার। তাতঃ! এই কৃষিকার্য্য হিংসাবহুল, ইহা আপনি পরিত্যাগ করুণ। যদি স্বর্ণ উৎপাদন করিতে হয়, আমি স্বর্ণ বর্ষণ করিব। যদি বস্ত্র উৎপাদন করিতে হয়, আমি বস্ত্রসমূহ প্রদান করিব। আপনি সমুদায় জগতের দকে একবার চাহিয়া দেখুন।

[পটক্ষেপন]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—পাঠশালা।

জন কয়েক ছাত্র এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধ।

১ম ছাত্র। ভাই! আমরা অতি ভাগ্যমান। রাজপুত্র আমাদের সহিত একাসনে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবেন ইহা অপেক্ষা আর আমাদের কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। কেন ভাই তোমরা আমাকে উচ্চশ্রেণীস্থ ভাব? এ সংসারে রাজা প্রজায় প্রভেদ কি ভাই? যিনি রাজা তিনিও মানুষ; যিনি প্রজা তিনিও মানুষ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাব ভাব, সকলেরই একপ্রকার। বিশেষতঃ ভাবিয়া দেখ! আজ যিনি রাজা, কাল তিনি রাজ্য-ধন-পরিজন-বর্জ্জিত হইয়া সামান্য প্রজার ন্যায় কালযাপন করিতে পারেন। আবার যিনি একজন সামান্য প্রজা, তিনিও তাঁহার ভাগ্যক্রমে সেই সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারেন। তোমরা অকারণ কেন সঙ্কুচিত হও?

৩য় ছাত্র। ভাই, তুমি নিরহঙ্কারী!! তুমি আপনাকে রাজপুত্র জানিয়াও গর্ব্বিত হওনা—কিন্তু, আমরা তোমার ন্যায় অবস্থাপন্ন হইলে, বোধ হয়, তোমার ন্যায় অহঙ্কারশূন্য হইতে পারিতাম না——

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। সেটী ভাই! তোমার ভ্রম। প্রতিদিন শাকান্ন আহার, ভগ্ন কুটীরে বাস, শতছিদ্র মলিন বসন যাহাদের পরিধান, তাহারা সদাসর্ব্বদাই বোধ হয় ভাবে, যে "রাজা অপেক্ষা সুখী আর কেহ নাই, শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা রাজপ্রাসাদ প্রবেশ করিতে পারে না"; কিন্তু প্রকৃত তথ্য কেহ ভাবিয়া দেখে না। রাজা রাজকার্য্য করেন, ভোগবিলাসে তিনি বর্দ্ধিত হয়েন, ধনকষ্ট বা অন্নকষ্ট তাঁহাকে জীবনে কখনও ভোগ করিতে হয় না বটে, কিন্তু, তাঁহাদের অপেক্ষা দুঃখী কি আর জগতে আছে? প্রজার শুভ-চিন্তায় সদাই তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত, "দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন" তাঁহার অহোরাত্র মূলমন্ত্র, শত্রুর ভয়ে তিনি সদাসর্ব্বদা সশঙ্কিত নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁহার তিলমাত্র সুখ নাই। তিনি শয়নে, স্বপনে, বা জাগরণে সদাই শত্রুর উন্মুক্ত অসির ভীতিতম ছায়া সন্দর্শন করেন—বল দেখি ভাই! তাঁহা অপেক্ষা দুঃখী কে?

৪র্থ ছাত্র। ভাই! এখন চুপকর, গুরু আসিতেছেন।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) রাজপুত্র আমার গৃহে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরিত। আমা অপেক্ষা ভাগ্যমান আর কে আছে? যখন মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা, বিশ্বামিত্রকে তাঁহার পুত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন, ইহার দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয়, যে, আমা-

পেক্ষা বিদ্বান আর কেহ নাই। আমি পাঁচ প্রকারের লিপি অবগত আছি—ইহাই শিক্ষা করিতে কুমারের শতবর্ষ অতীত হইয়া যাইতে পারে। প্রথমে কুমার রাজভবনে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে নিজ প্রতিভাবলে কতদূর উন্নীত হইয়াছেন, তাহা জানা আবশ্যক। যতই শিক্ষা করুন, অন্যান্য সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন মাত্র, কোন প্রকার লিপি বোধ হয় শিক্ষা হয় নাই। (প্রকাশ্যে) কুমার! আজ উত্তম দিবস—গ্রহনক্ষত্রাদির মঙ্গল বিধায়, আজ হইতেই আমি শিক্ষা প্রদান করা উচিত বিবেচনা করি—

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। আপনি গুরু, আমি ছাত্র! আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন—তাহা তৎক্ষণাৎ আমি পালন করিব—

বিশ্বামিত্র। কুমার! রাজভবনে তুমি যাহা যাহা শিক্ষা করিয়াছ, আমি আজ প্রথমত তাহার পরিচয় গ্রহণ করিব, তৎপরে তদুচ্চ শিক্ষণীয় বিষয় সকল শিক্ষা দিব

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। যে আজ্ঞা প্রভু!

বিশ্বামিত্র। তবে প্রথমে গায়ত্রি লিখ—

"ওঁং তৎসবিতুর্ভারেণ্যম্
ভার্গো দেবস্য ধিমাহি
দিও ওনা প্রচোদয়ৎ"

(সর্ব্বার্থসিদ্ধ কর্ত্তৃক লিখন)

বিশ্বামিত্র। কুমার! গায়ত্রি তিনছত্র মাত্র, অত কি লিখিতেছ?

সর্ব্বার্থ সিদ্ধ। গুরো! মাতৃভাষা সত্বেও, যে নানা ভাষা আমি শিক্ষা করেছি—তাহাতেই আমি গায়ত্রি লিখিতেছি।

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! রাজপুত্র সকল কি বিদ্বান হইয়া জন্মগ্রহণ করে না কি! এই অল্প বয়সে "মাতৃ ভাষা সত্বেও অন্য ভাষা" শিক্ষা হইয়াছে? (প্রকাশ্যে) কুমার! মাতৃভাষা ব্যতীত আর কয় প্রকার ভাষা তুমি জ্ঞাত আছ?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। আচার্য্য! এই দেখুন (প্রদান) আমি নাগরি, দক্ষিণ, নি, মঙ্গল, পরুষ, যব, তির্ত্তি, উক, দারদ্, শিক্ষাণি, মন, মধ্যচর, প্রভৃতি দ্বাদশ ভাষা অবগত আছি।

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) অঁ্যা! একি কোন দেবতা!! এই বাল্য বয়সে যে দ্বাদশটী ভাষা অবগত, উত্তর কালে সে কি না শিক্ষা করিবে। (প্রকাশ্যে) যথেষ্ট হইয়াছে, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, যে, তুমি এত অল্প বয়সে এসমস্ত শিক্ষা করিয়াছ। আচ্ছা তুমি সঙ্খ্যালিখন প্রণালী শিক্ষা কর।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। গুরো! তাহাও আমি অবগত আছি, এক, দশ, শত, সহস্র, হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে খর্ব্ব নিখর্ব্ব পদ্ম প্রভৃতি সকলই আমি জ্ঞাত আছি। গুরো! আমি রজনীতে আকাশে তারকা গণনা কতিতে পারি, সমুদ্রের কোন স্থানের বারি দর্শন করিয়া তাহা কয় বিন্দুতে পরিণত

করা যাইতে পারে তাহা স্থির করিতে সক্ষম, সাগরতীরস্থ বালুকণা গণনা করার উপায় আমি জ্ঞাত আছি। এক কথায়, আমি এক হইতে অন্তকল্প অবধি ধারণা করিতে সক্ষম। দশ বৎসরে কয় ফোঁটা বৃষ্টি পতন হইবে তাহা আমি মেঘমালার আকার প্রকার দেখিয়া নিশ্চয় করিতে পারি।

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য! একি ইন্দ্রজাল!! আমি সহস্র বর্ষ শিক্ষা করিয়া যে সকল শিক্ষা করিতে পারি নাই, কুমার এই অত্যল্প বয়সে কি প্রকারে তাহা শিক্ষা করিল? দেখা যা'ক্, আরও কত দূর? (প্রকাশ্যে) আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি এত অল্প বয়সে এসকল শিক্ষা করিয়া নিজ প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছ। এখন, আমি তোমায় লিপি শিক্ষা দিব।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। আচার্য্য! আপনি আমায় কোন লিপি শিক্ষা দিবেন? আমি অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মাগধলিপি, শকারিলিপি, দ্রাবিড়লিপি, দক্ষিণলিপি, উগ্রলিপি, দরদলিপি, খাস্যলিপি, চীনলিপি, হূণলিপি প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকারের লিপি অবগত আছে, আপনি তৎসত্ত্বে অন্য কোনপ্রকার লিপি আমায় শিক্ষা দিবেন?

বিশ্বামিত্র। (স্বগতঃ) এ ইন্দ্রজাল! নিশ্চয় কোন দেবতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নহিলে আমার ন্যায় দিগ্বীজয়ী পণ্ডিতের কেবল মাত্র পাঁচপ্রকার লিপি শিক্ষা করিতে যখন সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, তখন একজন

বালক যে চৌষট্টি প্রকার লিপি, এত অল্প বয়সের মধ্যে শিক্ষা করিবে, ইহা কখনও সম্ভব? (প্রকাশ্যে) কুমার! বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভকালে, গুরুগৃহে, প্রত্যেক ছাত্রেরই এক একবার, মাতৃকা বর্ণ, "অ" উচ্চারণ করিতে হয়, তুমি একবার "অ"কার উচ্চারণ কর।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (নত মুখে চিন্তা ও ক্রন্দন)

বিশ্বামিত্র। কুমার! তুমি ক্রন্দন করিতেছ?

সর্ব্বার্থ সিদ্ধ।—

(গীত)

গুরু কি শিখালে গো!
আজি আমারে।
যে ভাবের ভিখারী আমি
আদি যে তার এই অক্ষরে॥
যে কথা সদা, মনে ভাবি,
যার তরে, মন অভিলাষি,
সে ভাবের আদিবর্ণ,
আজ পশিল অন্তরে॥

কুমার। আচার্য্য! এই "অ"কার সর্ব্বলোক-পূজনীয়, ইহার ন্যায় কথা আমি আর খুঁজিয়া পাইনা। "অ" এই কথা উচ্চারণ করিলেই আমার জীবন সমুদ্রে মহাতরঙ্গ উঠে। "অ"কারে "অসার সংসার, অসার ধন, অসার ঐশ্বর্য্য" এই সকল আমার মনে পড়ে। সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়, সকল অসারের মধ্যে সার বস্তু লাভ

করিবার জন্য মানব-হৃদয়ে কি এক স্বাভাবিক গভীর তৃষ্ণা আছে, সে তৃষ্ণার যখন উদ্রেক হয়, ধন, জন, মান, ঐশ্বর্য্য, সিংহাসন, তখন আর অশান্ত হৃদয়কে সুখী করিতে পারে না। মানব যখন আশার মোহিনী শক্তি, পাপের কুহকিনী মায়া, সংসারের চঞ্চলতা, মোহের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া জীবনের ভূত ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন হয়, জীবন প্রহেলিকার গভীর মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে নিযুক্ত হয়, তখন হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে "ধন, জন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, কেহই আপনার নয়——সকলই অসার" এই ভাব উৎসারিত হইয়া উঠে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মানব তখন আপনাকে অসহায় ও নিরাশ্রয় জানিয়া ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অবলম্বন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের উপর আত্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়, সংসারের সুখ দুঃখ ও চঞ্চলতার অতীত হইয়া যাইতে চায়।

বিশ্বামিত্র। কুমার! সকলই সত্য। যুগ যুগান্ত বহিয়া গেল, সকল বিষয়েরই অসারত্ব অনুভব করিয়া অনেক মহাত্মা সেই একই অন্বেষণে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সংসার হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু তাহাতে বসুন্ধরার কোটী কোটী জীবের উদ্ধার হইল কই? তোমার আকার প্রকার, ভাব, ভঙ্গী, বাক্য-বিন্যাস, শ্রবণ এবং দর্শন করিয়া আমার বেশ ধারণা হইতেছে যে, তোমার

জীবনের মধ্যাহ্ন কালে তুমি সংসার পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু জীবের মুক্তি হইল কই? (কিয়ৎক্ষণ ধ্যান) ভগবান্! আর কি ভুলাইতে পার, মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আমি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুরুর গুরু, পরমপিতার গুরু হইতে অগ্রসর হইয়াছি। দর্পহারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, বিদ্যাবত্বায় আমার যাহা কিছু অভিমান ছিল, তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে। কত যুগ যুগান্ত তপস্যা করিয়া, কত পুণ্য ফলে যে তোমাকে আমি ছাত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা কে বলিতে পারে? বারে বারে ভিন্ন মূর্ত্তি, ভিন্ন ভাব, ভিন্নাকার ধারণ করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি ভগবান্!

(সর্ব্বার্থসিদ্ধের নতমুখে চিন্তা)

বিশ্বামিত্র। (অন্যান্য ছাত্রদিগের প্রতি) ছাত্রগণ! তোমরা এখন এখান হইতে অন্য স্থানে গমন কর।

৩য় ছাত্র। গুরো! আপনি রাজপুত্রকে ভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন কেন?

বিশ্বামিত্র। রাজপুত্র?—কোন রাজপুত্রকে আমি ভগবান বলিয়া তপস্যা করি নাই—আমি ভগবানের আরাধনা করিতেছি।

(ছাত্রগণের প্রস্থান)

বিশ্বামিত্র। নারায়ণ! ছলনা রাখ, আর কেন যন্ত্রণা দাও। নিজ প্রয়োজন যখন ইচ্ছামাত্র সাধিত হইতে পারে,

তখন বারবার জন্ম পরিগ্রহের কারণ কি? ব্রাহ্মণের দুঃখভার বিনাশ করিতে, করে কুঠার ধারণ করিয়া সাতবার বসুন্ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিলে। রাজরাজেশ্বরী সীতা, চন্দ্রসূর্য্য যাঁহাকে কখনও দেখেন নাই, বনবাসী হইয়া, তাঁহাকে লইয়া বালকবসন পরিধান করিয়া, দশস্কন্ধ রাবণকে বিনাশ করতঃ পৃথিবীর দারুণ সংশয় ঘুচাইলে। চক্রধারণ করিয়া ভীষণ কুরু-পাণ্ডব-সমরে অর্জ্জুনের রথে সারথী হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিপাত করিলে, আহা! যত কৌরব রমণী পতিহীনা হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল; পূর্ব্বকথা শ্রবণ করিলে এখনও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, বলিতে বক্ষবিদীর্ণ হয়, আপনার কুল আপনি নির্ম্মূল করিলে—যত যাদবনারী কাঁদাইলে। প্রলয়-পয়োধি-জলে সৃষ্টি আবরিত,তাহাতে ভীষণ গর্জ্জনে ভীষণ তরঙ্গ উদ্বেলিত, মৎস্য অবতারে সে সাগর মথিত করিয়া, বেদের উদ্ধার করিলে; বরাহঅবতারে জলে অবগাহন করিয়া দন্তে করিয়া মেদিনীকে উত্তোলন করিলে; নরসিংহ সাজিয়া সুরগণ ভয়-বারণ করতঃ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিলে; কে তোমার লীলা বুঝিবে ভগবান্! বামন আকার ধারণ করিয়া তিনপদ ভূমি ভিক্ষা করিয়া বলি রাজার গৌরব-বৃদ্ধি করণাশায় তাঁহার দ্বারে দ্বারী হইলে; মথুরায় প্রজাগণ সদা কংশ ভয়ে কাঁদিয়া অস্থির, ভব-ভয়-বারণ কারাগারে জন্ম পরিগ্রহ করতঃ সে সংশয় ঘুচাইয়া

পৃথিবীর পাপভার হরণ করিলে; ভগবান্! আমি দীনহীন মূঢ়মতি, তোমার লীলা কেমন করিয়া বুঝিব——

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। গুরুদেব! আমি কে?——

বিশ্বামিত্র। তুমি সেই——

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। সোহং——(ক্ষণিক নিস্তব্ধ হওন) আমি যদি সেই, কোথা মোর ব্রজ-বিলাসিনী রাই, কোথা আনন্দ-দায়িনী রাধিকা আমার? কোথা সীতা প্রাণেশ্বরী? কার তরে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি? আমি যদি সেই, কোথা মোর শক্তি-দায়িনী জীবনের সহচরী আনন্দ প্রদায়িণী রমা——

বিশ্বামিত্র। লীলাময়! কত লীলা জান তুমি?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। আমি সেই, সেই এক—দুই নয়, যে যথায় আছ, দেখ, আমার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান, আমি পুরুষ প্রধান——

{ শূন্যে স্ব স্ব বাহনো'পরি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও অন্যান্য দেবগণের আবির্ভাব, নিম্নে মুনি ঋষিগণের প্রবেশ। }

(কীর্ত্তন)

জয় বিঘ্ন-বিনাশন, নারায়ণ, বিশ্বম্ভর, লক্ষ্মী-রমণ,
রাম, রমেশ, হৃষীকেশ, জয়হে জয়হে ॥
জয় বিপিনবিহারী, চক্রী, চক্রধারী, দনুজদলন,
জয় কৌস্তুভ-ভূষণ, স্মর মোহন।
জয় দেবকী-নন্দন, জয়হে জয়হে ॥

কেশী-মর্দ্দন, শঙ্খ-ধারণ,
গরুড়-কেতন, পুতনা-ঘাতন,
জয় বিশ্ব-বিমোহন, বুদ্ধ অবতার,
জয় কল্কী হলধর হে;—
জয় নন্দ-নন্দন, জয় পীত-বসন,
অজ্ঞান সন্তান সবে তারহে তারহে।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান মধ্যস্থ "সিদ্ধার্থ ভবন"।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রীবর! কুমার যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন দেখিয়া শাক্যগণে তাঁহার বিবাহের জন্য সকলেই অত্যন্ত উৎসুক। কুমার অল্পবয়সে যে প্রকার শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বোধ হয় রাজসভাস্থ কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। তর্কে বা যুক্তি মীমাংসায়, আমি তাঁহাকে কাহারও সহিত পরাজিত হইতে দেখিনা; তাঁহার স্থির, গাম্ভীর্য্যময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে আমার সদাই সেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পণ্ডিতগণ পুত্রের জন্মাবধি বহুতর প্রণালীমতে গণনাদ্বারা স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, কুমার গৃহত্যাগী হইবেন। হায়!

শাক্যকুলের একমাত্র বংশধর, অতুল ধীশক্তি-সম্পন্ন, বুদ্ধি বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী হইয়াও, যদি রাজ্য, ধন, মান, পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমি উন্মাদগ্রস্থ হইব। মন্ত্রীবর! সিদ্ধার্থ কি সত্য সত্যই গৃহত্যাগী হইবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! নিয়তি সকলের অনুগামী। রাজকুমারের যদি ললাটলিখনে গৃহবাস না থাকে, তাহা হইলে, আপনি, আমি, অথবা সমস্ত শাক্যকুলসহ রাজ্যস্থ অসংখ্য প্রজাবৃন্দ কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইবেন না।

রাজা। তবে কি কোন উপায় নাই?——

মন্ত্রী। মহারাজ! "চেষ্টার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই." পণ্ডিতগণ এই কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন, আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া যাহাতে কুমারকে সার্ব্বভৌম নরপতি করিতে পারি, তজ্জন্য বহুতর উপায় অবলম্বন করিব, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-নদীর প্রবল বেগ রোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি সংসারাশ্রমে থাকিয়া তাঁহার মনের আশা পূর্ণ না হয়, আর যদি বিধাতা তাঁহার ললাটে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতে পারে।

রাজা। সচিবপ্রবর! এতদিন ধরিয়া অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও যখন এ সুখের যৌবনে, তাহাকে সুখাভিলাষী করিতে পারিলাম না, তখন বোধ হয়,

আমাদের সকল আয়াস ও যত্ন বিফল হইবে। মন্ত্রী! শাক্যগণের একান্ত ইচ্ছায় আমি পুত্রকে বিবাহিত করিতে ইচ্ছুক, আপনার এবিষয়ে কি অভিমত ?

মন্ত্রী। এ বিষয়ে দ্বিমত যাঁহার হইবে, তিনি ঘোর পাষণ্ড। মহারাজ! রাজকুমারের বিবাহ দেওয়ায় আমার সম্পূর্ণ মত আছে। "পরিণয় পাস নিদারুণ লৌহ শৃঙ্খল হইতেও দৃঢ়তর, এ কুসুমবন্ধন তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।" বুধগণে গণনা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন "যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহাহইলে তথাগত হইয়া সম্যক জ্ঞানযুক্ত হইবেন, আর যদি তিনি সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে রাজা হইয়া চক্রবর্ত্তী-বিজেতা ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ এবং (চক্ররত্নাদি) সপ্তরত্নযুক্ত হইবেন। সহস্র সন্তান ইহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবে। বিনা দণ্ডে, বিনা যুদ্ধে সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া, ধর্ম্ম সহকারে তদুপরি অধিপত্য করিবেন। অতএব মহারাজ! কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ইনি সংসারে অনুরক্ত হইবেন, শাক্যবংশের আর চক্রবর্ত্তিত্ব বিলোপ হইবে না।

রাজা। মন্ত্রীণ্! কুমারের যৌবন লক্ষণ সকল পরিলক্ষিত হইয়াছে। পুষ্পোদ্গমে সৌরভ ছুটে, কিন্তু আমার কুমারের যৌবন কুসুমের সে সৌরভ নাই। পুত্রের মনের গতি অন্য দিকে, তাহার ভাবান্তর সন্দর্শন

করিয়া আমার হৃদয় সদাসর্ব্বদাই কম্পিত হইয়া থাকে। যৌবনের প্রারম্ভেই যখন তাঁহার এতাদৃশ বিরাগ, তখন নাজানি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে। যাহাহউক পরিণীত হইলে সংসারের প্রতি আস্থা হইতে পারে। আপনি পাত্রী অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে লোক প্রেরণ করুণ, আর অন্যান্য মন্ত্রী সহ কুমারের নিকট গমন করিয়া বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

দৃশ্য—"সিদ্ধার্থ ভবনের" একটী কক্ষ।

স্বর্ণ পালঙ্গোপরি সর্ব্বার্থসিদ্ধ।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (স্বগতঃ) আমি কে? কেন পৃথিবীতে আসিয়াছি? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? ভাবিয়া কুল পাইনা। এ ভাবনা-সাগরে কত তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার সে তরঙ্গ মিশাইয়া যাইয়া অপর তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছে, তথাপি তাহার বিরাম নাই। এ ভীষণ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, শত সহস্র বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও চলিয়া যাইতেছে,—কিন্তু কোথা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ মহা উর্ম্মিকুল-সমাকুল মহাসমুদ্রের কি আদি অন্ত নাই? সকলের জীবনে উদ্দেশ্য আছে, আনন্দ

আছে, উৎসাহ উদ্যম আছে, আমার কি তাহা নাই। পশু, পক্ষী, সকলে নিজ নিজ আহারাদি অন্বেষণ করিয়া চঞ্চুপুটে অথবা মুখে করিয়া শাবকগণের জন্য লইয়া যায়, কেহ কি তাহাদের এসকল করিতে শিক্ষা দেয়? না, সে আপনি করে। কলকণ্ঠে কোকিল কূজন প্রতিদিনই নূতন বলিয়া বোধ হয়, তাহাদেরও জীবনে আনন্দের লহরী খেলে। কুরঙ্গের সনে কুরঙ্গিনী খেলিয়া বেড়ায়, বিহঙ্গের সনে বিহঙ্গিনী আনন্দে নৃত্য করে ও শাখায় শাখায় বসিয়া শ্রুতি-বিনোদী-স্বর-লহরী-সংযোগে পীযুষ-রসবর্ষী স্বরে গান গায়। সুন্দর গোলাপ কুসুম উদ্যানে আপনা আপনি ফুটে—কেহ তাহাকে ফুটিতে বলিয়া দেয় না, সে আপনার কার্য্য আপনি করিয়া মলয় মারুতে হেলিতে দুলিতে থাকে, ও চতুর্দ্দিকে আপন সৌরভ বিকীর্ণ করে। তরুণ অরুণ কিরণ লইয়া প্রাতঃসূর্য্য উদয় হয়। সকলেই আপনার কার্য্যে ব্যাপৃত সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য পালনে তৎপর, আমি এ নির্জ্জন কারাগারে বসিয়া কি করি? এ সুবর্ণ পিঞ্জর আমার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তবে আমার স্বাধীনতা কই? আমার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কই? এই আসে—এই যায়, দিন যায়—দিন আইসে, কিন্তু যে দিন যায়, তাহাতো আর আইসেনা। আমার সুখের বাল্যকাল সেই কালের সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে, কই, আরতো ফিরিয়া আসে

না। অবিরাম-গতি কাল-স্রোত বহিয়া যাইতেছে, ক্ষুদ্রতরী আমার জীবন—তাহাতে ভাসমান, ক্রমশঃ অগ্রসরই হইতেছে। কে এমন কর্ণধার আছে, যে সে তরির গতি ফিরায়? নাই, এমন কেহ এ জগতে নাই। সমভাবে জীবন-তরী ভাসিয়া যাইতেছে, কোন কার্য্যতো করে না। আমার জীবনের নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে, আমি অন্ধ, তাহা খুঁজিয়া পাই না। এই বিশাল ধরণীপরে কে কোথায় আছে, কি ভাবে তাহারা দিবস যামিনী অতিবাহিত করে, তাহা আমি জানি না। বোধ হয়, তাহা জানিলে, আমার জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপিত হইত। তাই, ইচ্ছাকরে, এ সুবর্ণ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া একবার পলায়ন করি। মানবের সুখ দুঃখ দেখিতে আমার সাধ হয়, জগতের ক্লেশ নিবারণ করিতে, আমার ক্ষুদ্র প্রাণ যেন সমস্ত পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিতে অগ্রসর হইতে চায়। আমি ক্ষুদ্র পিঞ্জরে কেন পরাধীন হইয়া থাকি? যাই——যাই—কে যেন কাতর হইয়া আমায় আহ্বান করিতেছে—তথাপি মায়ার স্বর্ণ-শৃঙ্খল যেন আমায় পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণ করে। হায়! এ হৃদয়-বিকার কেমন করিয়া দূর হইবে?

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। (অভিবাদন করিয়া) কুমার! আপনার সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় মন্ত্রীবর্গ কক্ষান্তরে দণ্ডায়মান, আপনার অনুমতি—

সর্ব্বার্থ সিদ্ধ। তাঁহাদের পদে আমার প্রণাম জানাইয়া, সাদরে আমার নিকটে লইয়া আইস।

প্রহরী। (পুনরাভিবাদন করিয়া) যথা আজ্ঞা প্রভু!

(প্রস্থান)

সর্ব্বার্থ সিদ্ধ। ছলময় এ সংসার! এও সংসারের ছল। বোধ হয়, পিতা কোন সুখকর প্রস্তাব করিয়া মন্ত্রীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন. কিন্তু, সুখময় সংসার আমার নিকট মরুভূমী!!

{ মন্ত্রীবর্গের প্রবেশ ও রাজকুমার কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের যথারীতি অভিবাদন ও আসন প্রদান। মন্ত্রীবর্গের উপবেসন। }

বৃদ্ধ মন্ত্রী। কুমার! মহারাজ, রাজ্ঞী এবং কপিলবস্তুর সমস্ত প্রজাবৃন্দ আপনার বিবাহের জন্য সমুৎসুক আপনার এ বিষয়ে মত কি জানিবার জন্য, মহারাজ আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিলেন——

সর্ব্বার্থ সিদ্ধ। (স্বগতঃ) এইত' সংসারের ঘোর প্রলোভন। ভাবি নাই? অনেক ভাবিয়াছি, কুল পাইনা। "সংসারে সুখ আমার নাই; যে গভীর ক্ষুধায় আমার প্রাণ আকুলিত, সাংসারিক হইয়া আমার সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। আমি ভোগবিলাসের অনন্তদোষ জ্ঞাত আছি, ইহা সর্ব্ববিধ কোলাহল ও শোক, দুঃখ এবং বিনাশের মূল। ভয়ঙ্কর বিষপাত্র তুল্য, জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ, উন্মুক্ত অসির

ভীতিভম ছায়া মূর্ত্তির ন্যায়, ভীষণ ভোগবিলাসে আমার প্রবৃত্তি নাই। বিজন গহনে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ রাখিয়া ধ্যান-সমাধি সুখে শান্ত-চিত্ত হইয়া তুষ্ণীভাবে নির্জ্জনে বাস করিব, এই আমার জীবনের আশা, আমি কি স্ত্রী লইয়া গৃহবাস করিতে পারি? আমার জীবনে কি তাহা শোভা পায়?

মন্ত্রী। রাজকুমার! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। সচিব প্রবর! যে গভীর চিন্তায় আমার হৃদয় আলোড়িত, তাহা এক কথায় বুঝাইবার নয়। "শত কীট দংশনে যাহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত, পৃথিবীর দুঃখে যাহার প্রাণ জর্জ্জরিত, কিসে মনুষ্যের দুঃখ নির্ব্বান হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা যাহার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সে কি উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারে? হৃদয়, মন, সর্ব্বস্ব দান না করিলে নর-নারীর অশেষ দুর্গতি ঘুচিবার নয়, আত্মবিস্মৃত না হইলে জীবনে কিছু হইবার নয়, আমার এক আত্মা কয় জনকে দিব? পৃথিবীকে না স্ত্রীকে?"

২য় মন্ত্রী। কুমার! সকলেই যদি সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মার সৃষ্টি ধ্বংশ হয়। বিজন গহনে গমন করিয়া ধর্ম্ম পালন করা'তো অতি সহজ কথা। যদি ধর্ম্ম পালন করাই আপনার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য হয়, তবে সংসারী হইয়া ধর্ম্ম পালন করুণ, গৃহী

হইয়া কি প্রকারে ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, আপনার জীবনে আপনি তাহাই আবিষ্কৃত করিয়া লোক সমাজে প্রকাশ করুণ, কোটী কোটী নরনারীর উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিউন। সঙ্কুচিত পদ্ম পঙ্কেই বৃদ্ধি পায়, জল-মধ্যেই তাহা শোভান্বিত হয়। আপনি জ্ঞানি, বহু ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, আপনাকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হয়—নচেৎ প্রায় সকল ইতিহাসেই দেখা যায়,যে,পুর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাত্মাগণও সংসারে বাস করিয়া ছিলেন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (স্বগতঃ) "সঙ্কুচিত পদ্ম পঙ্কেই বৃদ্ধি পায়, পদ্ম জলে ছড়াইয়া দিলে আরও শোভান্বিত হয় এবং সকলের সমাদর লাভকরে,"—সত্য এ কথা। যদি বোধি-সত্ব হইয়া পরিবার-বল লাভ করি, তাহা হইলে অসংখ্য প্রাণীকে সৎশিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম হইব। যাঁহারা পূর্ব্ব বোধিসত্ব ছিলেন, তাঁহারাও ভার্য্যা, সুতনহ সংসারাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন অথচ তাঁহারা তাহাকে আশক্ত বা পরিভ্রষ্ট হয়েন নাই। আমিও ধ্যানসুখে তাঁহাদিগের গুণ লোককে শিক্ষা দিব। অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমারও ভার্য্যা গ্রহণ করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) আমি আপনাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ সময় যাচ্ঞা করি। আজ হইতে সপ্তদিবস অতীত হইলে পর, আমি এ বিষয়ে উত্তর প্রদান করিব।

বৃদ্ধ মন্ত্রী। আমরা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করি, আপনার মঙ্গল

হউক; ভগবান আপনাকে সুমতি প্রদান করিয়া যাহাতে আপনি মহারাজ, সাম্রাজ্ঞী, এবং সমস্ত কপিলবস্তুর প্রজাগণকে সুখী করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। আপাততঃ আপনার অনুমতি হয়, তবে আমরা গাত্রোত্থান করি।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। এ বিষয়ে বিনয় বচনে কেন বৃথা আমায় লজ্জিত করেন? আপনাদিগের পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলে আমি কৃত-কৃতার্থ হই। পিতা যাঁহাদিগের অনুগামী, যাঁহাদিগের বুদ্ধি-কৌশলে এই বিশাল রাজ্য সুশৃঙ্খলে চালিত হইতেছে, আমি তাঁহাদিগের দাসানুদাস হইয়া থাকিলেও আপনাকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করি।

(মন্ত্রীবর্গের প্রস্থান)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। এখন আমার উপায় কি? আমার এই ক্ষুদ্র দেহ কাহার সেবায় নিযুক্ত করিব? জগতের দুঃখ বিমোচনে যত্নবান হইয়া কপিলবস্তুর রাজা প্রজা সকলকে কাঁদাইয়া সংসার-সুখ বিসর্জ্জন দিব, না তাঁহাদিগকে সুখী করিব? ভীষণ সমস্যা উপস্থিত! মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান—করি কি? কোন পথ অবলম্বন করা উচিত।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য—রাজ্ঞীর বিলাস মন্দির

(একদিক দিয়া শুদ্ধোদন ও অপরদিক দিয়া গৌতমীর প্রবেশ)

গৌতমী। নাথ! কোথা সিদ্ধার্থ আমার? আজ পঞ্চদশ দিবস, কেন তাহার চাঁদবদন দর্শন করিতে পাই নাই? আহা! ননীর পুত্তলি আমার যত্নে, আমার ভালবাসায়, সকলি ভুলিয়া আছে——

শুদ্ধোদন। প্রিয়ে! তোমার অনুরোধে আজ সপ্ত দিবস অতীত হইল, আমি মন্ত্রীবর্গকে কুমারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা কুমারকে উদ্বাহ বন্ধনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু সপ্তদিবস গত হইলে উত্তর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কুমার তাঁহাদিগের বিদায় দিয়া, গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন।

গৌতমী। নাথ! যদি কুমার বিবাহ করিতে অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার মতি গতি ফিরাইবার কি কোন উপায় নাই?

শুদ্ধোদন। প্রিয়ে! কুমারের কি জন্য যে এ সুখের যৌবন কালেও, সংসারে বা দারপরিগ্রহে এতাদৃশ বিরাগ, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সিদ্ধার্থ নিতান্ত নির্ব্বোধ বালক নহেন, রাজ-সভায় তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ এক জনও

নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কুমারের, এমন অবস্থায় শোচনীয় ভাব গ্রহণ, কেবল আমাদিগের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক মাত্র। হায়! সকলই বিধাতার ইচ্ছা, নিয়তি সকলেরই অনুগামী। ললাট লিখন—রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। (অভিবাদন করিয়া যোড়করে) মহারাজ! প্রধান মন্ত্রী অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে আপনার নিকট এই পত্র প্রেরণ করিলেন। (পত্র প্রদান ও অন্তরালে গমন)

শুদ্ধোদন। (পত্র পাঠ করিয়া) প্রিয়ে! এতদিনে সাধ পূরিল—

গৌতমী। (ব্যগ্রভাবে) মন্ত্রী মহাশয় কি লিখিয়াছেন?

শুদ্ধোদন। বিবাহ বিষয়ে কুমার অদ্য সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। মন্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, যে, যদিও তিনি এ প্রকার অসময়ে আমার নিকট কোন প্রকার সংবাদ প্রেরণ, অবৈধ মনে করেন, কিন্তু তথাপি বিবাহ বিষয়ে পুত্রের সম্মতি আছে জানিয়া, তিনি এত আনন্দিত হইয়াছেন যে, সে কথা আমায় না বলিয়া, এক মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তাই এই অসময়ে পত্রের দ্বারা—

গৌতমী। (অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে) সিদ্ধার্থ কি বলিয়াছেন?

শুদ্ধোদন। সিদ্ধার্থ চাহেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে জাতির কন্যাই হউক না কেন, গুণবতী, সত্যবাদিনী ঈর্ষাহীনা, জন্ম কুল গোত্র পরিশুদ্ধা, সুন্দরী হইয়াও রূপে অপ্রমত্তা, দানশীলা, সংযতেন্দ্রিয়া, দাম্ভিকা উদ্ধতা বা প্রগল্‌ভা নহে, যে লজ্জাবতী ধার্ম্মিকা এবং মীমাংসা-কুশলা, যে শ্বশুর ও শ্বশ্রুর প্রতি সেবা-তৎপরা, তাহাকেই বিবাহ করিতে সম্মত আছেন।

গৌতমী। নাথ! তবে আর কুমার সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবেন না?

শুদ্ধোদন। প্রিয়ে! বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? যদি কুমার দার-পরিগ্রহ করিয়াও সংসারে শান্তি লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে——

গৌতমী। শুভ বিষয়ে, অশুভ আশঙ্কা কেন কর নাথ? সিদ্ধার্থ বিবাহিত হইলে অবশ্য সংসারী হইবে! কল্য প্রাতঃ-কালে দেশে দেশে ঘটক প্রেরণ করুন। ঘটকের মুখে পুত্রের বিবাহে বিষয়ে যে প্রকার ইচ্ছা, তাহা প্রকাশিত হইলে, নিজ কন্যাকে উক্ত গুণসম্পন্না ভাবিয়া যিনি স্বইচ্ছায় আপনার কন্যা সম্প্রদানে সমুৎসুক হইবেন, তাঁহারই কন্যা মনোনীত হইবে।

শুদ্ধোদন। তাহাহইলে বোধ হয়,এক পুত্রের বিবাহে শত শত বিবাহার্থিনী কন্যার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্‌টী কুমারের মনোনীত হইবে তাহা কেমন করিয়া জানিব? (ক্ষণকাল চিন্তা

পর) প্রিয়ে! কুমার সামান্য নহেন, তিনি আপনি গুণবতী কন্যা মনোনীত করেন, ইহাই শ্রেয়ঃ। অতএব এই কার্য্য সম্পাদনার্থ একটি উপায় অবধারণ উচিত। আমার মতে, দেশ বিদেশের রাজন্যবর্গকে তাঁহাদিগের কন্যাসহ নিমন্ত্রণ করা যাউক। কুমার, সংস্থাগারে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই সকল আমন্ত্রিত কুমারী-গণকে, স্বর্ণ রজত বৈদূর্য্য ও বিবিধ রত্নময় অশোকভাণ্ড বিতরণ করিতে করিতে যাহার রূপমোহে মুগ্ধ হইবেন, যাহার স্থিরা, গাম্ভীর্য্যময়ী, লজ্জাবনমুখী বদন সন্দর্শনে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, তাহার সহিতই কুমারের বিবাহ হইবেক।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—কৈলাশ শিখর।

(মহাদেব যোগে মগ্ন)

(কালদেবল, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, যম এবং অন্যান্য দেবগণের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। দেখ দেবরাজ! ভগবান চন্দ্রচূড় যোগে মগ্ন। কাহার সাধ্য, কে তাঁহার যোগ ভঙ্গ করিবে?

ইন্দ্র। তদ্ভিন্ন উপায় কি পদ্মযোনি! দেবাদিদেব মহাদেব যোগে মগ্ন, ওদিকে কমলাপতি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া দারপরিগ্রহে সম্মতিপ্রদান করিয়াছেন। যে সৃষ্টি সংরক্ষণার্থে বার বার বৈকুণ্ঠবিহারী ধরাধামে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, আজ তাঁহার আত্মবিস্মৃতিতে পৃথিবী যে রসাতলে যায়। যে ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে ভগবান কল্পে কল্পে, যুগে যুগে, নরদেহ ধারণ করতঃ নরসহ বিচরণ করিয়াছেন, আজ তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া বসুন্ধরা পাপে পূর্ণ করিতেছে। তাহাদিগের পাপে ধরা রসাতলে যায়—এখন কে রক্ষা করে?

কালদেবল। দেবগণ! আপনারা ভাবনায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না। যোগীশ্রেষ্ঠ কঠোর যোগে মগ্ন, এ অবস্থায় স্তব স্তুতি ভিন্ন তাঁহার যোগভঙ্গ হওয়া দুরূহ। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া নীলকণ্ঠের স্তব করি।

(গীত)

হে হর, শঙ্কর, শশাঙ্ক শেখর,
শিব, শক্তিধর, ভব-ভয়-হর,
বিশ্বপতি বিশ্ব রাখ দয়াময়।
ভূতেশ মহেশ, অনাদি দেবেশ,
নমো গঙ্গাধর, নমো বাঘাম্বর,

নমামি ঈশান, পতিত পাবন,
বিভূতি ভূষণ, বৃষভ বাহন,
ভোলা, ত্রিলোচন, নাশ নাশভয় ॥

(মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ ও সকলের প্রণাম করণ)

মহাদেব। এস দেবগণ! এস কালদেবল! তোমরা অসময়ে কেন আমার যোগ ভঙ্গ করিলে? যে জন্য তোমরা আসিয়াছ, তাহা আমি জ্ঞাত আছি, কিন্তু এত পূর্ব্বে তোমরা আমার নিকট আসিয়াছ কেন? কমলাপতি বৈকুণ্ঠ বিহারী আপনার পথ আপনি অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

ব্রহ্মা। ভগবান্! এদিকে আমার সৃষ্টি যে রসাতলে যায়, তাই আপনার শরণাগত হইয়াছি। একদিকে পৃথিবী পাপভারে আক্রান্ত, অপর দিকে কমলাপতি আত্মবিস্মৃত, আর আপনি এই কঠোর তপস্যায় মগ্ন। কে আমাদিগকে অভয় প্রদান করিবে, ত্রিলোচন?

যম। আপনি সহায়তা না করিলে, পৃথিবীতে আমার প্রবেশাধিকার লুপ্ত হয় যে ভগবান্! যে অবধি বৈকুণ্ঠ বিহারী ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই অবধি আর কাহারও মৃত্যু হয় না। যে তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়াছে, সেই অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে; তাই, আমরা সকলে মিলিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি।

মহাদেব। (হাসিয়া) দেবগণ! তোমরা যতদূর ভীত ও

চিন্তিত হইয়াছ, তাহার কোন কারণ নাই। এখন তোমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর।

সকলে। (প্রণাম করিয়া) যথা আজ্ঞা ত্রিলোচন!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য—প্রমোদ উদ্যান।

গোপা।

গোপা। (স্বগতঃ) মহারাজ শুদ্ধোদন দেশ-বিদেশে ঘটক প্রেরণ করিয়াছেন। ঘটকের মুখে কন্যার গুণদ্যোতক গাথা শ্রবণ করিয়া আমার মনোমধ্যে আশার সঞ্চার হইতেছে। কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিতেছে "গোপা! এ রত্ন তোমারই জন্য, হেলায় পরিত্যাগ করিও না।" আমি কি উত্তর দিব।

"ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যং শূদ্রাং তথৈব চ।
যস্যা এতে গুণা সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয় ॥
ন কুলেন ন গোত্রেন কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ ॥

ঘটক এবং পুরোহিতের মুখে এই গাথা শ্রবণ করিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি প্রার্থনা করেন?" তাহাতে তাঁহারা উত্তর দিলেন——

"শুদ্ধোদনস্য তনয়ঃ পরমাভিরূপো
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণধরো গুণতেজ যুক্তাঃ।
তেনেতি গাথা লিখিতা গুণয়ে বধূনাহ
যস্যা গুণাস্তি হি ইমে সহি তস্য পত্নী॥"

"শুদ্ধোদন তনয় অতি রূপবান, দ্বাত্রিংশৎমহালক্ষণযুক্ত, গুণবান্ ও তেজীয়ান্, বধূজনের গুণ প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি এই গাথা লিখিয়াছেন। যাঁহার এই সকল গুণ আছে, তিনি তাঁহার পত্নী হইবেন। এ রত্ন আমারই, আমারই জন্য বিধাতা ইঁহাকে নির্ম্মান করিয়াছেন।

(গীত গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

"পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে
নিরমান কৈল 'পি'।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল 'রী'॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয় হইল,
তাহে ভিয়াইল 'তি'।

সকল সুখের,　　এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি ?
যাহার মরমে,　　পশিল যতনে,
এতিন আখর সার।
ধরম, করম,　　সরম, ভরম,
কিবা জাতি, কিবা কুল, তার ॥
এ হেন পিরিতী,　　না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন,　　বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

গোপা। ——————গীত——————

"এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর, গরল হইল ॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায় ॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে ॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরু লতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে ॥
যমুনার জলে যদি হাম দিয়ে ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি—অধিক উঠে তাপ ॥"

১ম সখী। (হাসিয়া) তোমার যে সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি

দেখিতেছি, সখি! একদিকে তোমার পূর্ণ যৌবন, অপর দিকে মহারাজ শুদ্ধোদনের পুরোহিত এবং ঘটক আজ তিন দিন, গাথা পাঠ করিয়া উত্তরাপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এখন অনুমতি হয় তো, মহারাজের নিক সংবাদ প্রেরণ করি।

৩য় সখী। মহারাজ শুদ্ধোদনের নিকট হইতে পুরোহিত এবং ঘটক আসিয়া যে গাথা পাঠ করিয়াছেন, আমি অনুপস্থিত থাকায় তাহা শুনিতে পাই নাই। আমায় বলনা, সই'!

২য় সখী। কেন তুমি জাননা? তবে শুন। গাথাটি এই মর্ম্মে উক্ত হইয়াছে যে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, যে কোন জাতির কন্যা হউক না কেন, যিনি এতাদৃশী গুণসম্পন্না, সেই কন্যা আমার মনোনীত হইবে। আমার পুত্র কুল বা গোত্রে পরিতুষ্ট নহেন। গুণেতে, সত্যেতে, এবং ধর্ম্মেতে যে কন্যা শ্রেষ্ঠা; যে কন্যা ঈর্ষাদি গুণযুক্তা নহে, সদা সত্য-বাদিনী, রূপে অপ্রমত্তা থাকিয়া কুমারের চিত্তাভিনন্দনে সক্ষম; যাহার জন্ম, কুল, গোত্র পরিশুদ্ধ, গাথা লিখনে সুদক্ষা ও রূপ যৌবনে শ্রেষ্ঠা হইয়াও তাহাতে অগর্ব্বিতা; মাতা এবং ভগ্নীগণের প্রতি স্নেহান্বিতা, দানশীলা; যাহার অবমাননা প্রভৃতি নিখিল দোষ নাই; যে শঠতা, মায়া, রুক্ষবাক্য জানে না; যে স্বপ্নেও পরপুরুষের প্রতি কামনা রাখে না; যে স্বীয় পতিতেই নিয়ত পরিতুষ্টা, সংযতেন্দ্রিয়া,

দাম্ভিকা, উদ্ধতা বা প্রগল্‌ভা নহে, সেই কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ হইবেক।

৩য় সখী। আরও আছে নাকি?

২য় সখী। হাঁ আরও আছে। "যে কল্পনা জানে না, তোষামোদও করে না; যে পান ভোজনে অনাসক্তা, যে সর্ব্বদা সত্যে অবস্থিতি করে, এবং যে স্থির বুদ্ধি ও ভ্রান্তি হীন; যে লজ্জাবতী ও দৃষ্টিমঙ্গলরতা এবং ধার্ম্মিকা; যে কায়মনোবাক্যে সদা পরিশুদ্ধা, যে মীমাংসাকুশলা, মানিনী নহে ও ধর্ম্মচারিণী; যে শ্বশুর শ্বশ্রূর প্রতি সেবাতৎপরা ও আত্মসদৃশ দাসী কলত্র জনের প্রতি প্রেমযুক্তা এবং যে শাস্ত্রজ্ঞা এবং সকল বিষয়ে নিপুণা; যে সকলের প্রতি মৈত্র ব্যবহার করে কুহকাদি জানে না, সকলের নিকট মাতৃস্বরূপা, ঈদৃশী কন্যা আমার কুমারের অভিমত।"

৩য় সখী। ঈদৃশী কন্যা ধরাধামে মিলিবে না।

গোপা। কোথায় মিলিবে, সখি?

৩য় সখী। স্বর্গে।

গোপা। না সখি! ইহা তোমার ভ্রম। যে পুরোহিত মহারাজ শুদ্ধোদনের নিকট হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমার এই গাথা প্রেরণ কর——

"মহেতি ব্রাহ্মণ গুণা অনুরূপ সর্ব্বে
সো মে পতির্ভবিতু সৌম্য সুরূপরূপঃ।
ভণহি কুমারু যদি কার্য্য মা বিলম্বং
মা হীন প্রাকৃত জনেন ভবেয় বাসঃ॥"

১ম সখী। রাজকুমারী! তুমি কি উন্মাদিনী? আমরা জানি এ সকল গুণ তোমাতে আছে ও থাকিতে পারে, কিন্তু এ অসাধারণ গুণযুক্তা কুমারীর কথা শুনিয়া কেহ কি বিশ্বাস করিবে?

গোপা। মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর। যদি তাঁহার অভিমত হয়, তাহা হইলে এ প্রকার মত প্রকাশ করায় হানি কি?

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—প্রমোদ ভবন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ এবং গোপা।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। প্রিয়ে! শৈশবের কথা মনে হইলে এখনও অন্তঃকরণে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই অতীত স্বপ্ন এখনও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। কি জানি কেমন—কে যেন নাই—কে যেন আমায় ডাকে—অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া কাতরস্বরে, কে যেন আমার সাহায্যে প্রার্থনা করে—প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বজ্রনাদীস্বরে, কি জানি কোথায়, আমার অগ্রসর হইতে বলে—এইরূপ ভাবনায় দিন কাটিয়া যাইত। জনশূন্য স্থান আমার পক্ষে, বড় মনোরম বলিয়া বোধ হইত—স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া প্রাণ বড় পুলকিত হইত। সুদূর গগণে পাখী উড়িয়া যাইত, আমি ভাবিতাম "হায়! ইহারা কত স্বাধীন—কত সুখী—কত দেশ বিদেশ পরিভ্রমন করে। আর আমি পরাধীন, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পরাধীন, এ অবস্থায় সুখ নাই।" প্রতিদিন প্রাতঃকালে দেখিতাম, পূর্ব্বদিকে সুবর্ণ গোলক উদ্ভাসিত; আবার অপরাহ্নে

সে তেজ, সে রূপ-রাশি লুকাইয়া সূর্য্যদেব অস্তগামী হইতেন। উদ্যানে ভ্রমণ করিতাম, প্রতিদিন নব নব শোভায় আমার মন প্রাণ আকৃষ্ট করিত, কিন্তু পরদিন আর তাহা দেখিতে পাইতাম না। আবার নূতন সৌন্দর্য্য—নূতন ভাব—কিন্তু তথাপি সুন্দর। সর্ব্বদাই মনে উদয় হইত—"এ ভাব স্বাভাবিক নহে—অবশ্য ইহার অন্য কোন প্রকার অবস্থা আছে। যেমন দিবা যায়—রজনী আসে, সূর্য্যদেব অস্তগামী হইলে—চন্দ্রদেব উদিত হয়েন, তেমনি অবশ্য এ প্রস্ফুটিত কুসুমেরও অন্য কোন প্রকার আকার, অন্য প্রকার সৌন্দর্য্য আছে ?"

গোপা। নাথ!—নাথ!

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। কেন প্রিয়ে! তুমি সিহরিত হও? তোমার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে ভাব আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যদিও কখনও এক একবার চিত্ত চাঞ্চল্য হয়, তোমার ঐ সুন্দর বদন তখনই আমায় ভুলাইয়া ফেলে। দেখ, এই তোমার হাসি মুখ, দেখিয়া আমি সকলই ভুলিয়া যাই—আবার তোমার বিমর্ষ ভাব সন্দর্শন করিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মনে হয় "কি যেন ছিল—কি যেন নাই।" হর্ষ—বিমর্ষ, আনন্দ—নিরানন্দ, আলোক—অন্ধকার, উদয়—অস্ত, জাগরণ—নিদ্রা, সকল বিষয়েই এক একটী বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয় কিন্তু আমার সুখের বিপরীত ভাব কই? সুখ, আনন্দ, ইহা ভিন্ন আর কিছুতো আমি দেখিতে পাইনা।

তাই. এক একবার আমার মনে উদয় যে "নিশ্চয় এ প্রমোদ ভবনের বাহিরে এমন কোন বস্তু আছে, যাহা এই "সুখ এবং আনন্দের" বিপরীত। তাই, এক একবার ভাবি, "একবার বাহিরে কি আছে দেখিব, পিতার রাজ্যমধ্যে প্রজাবর্গের সাধারণ ও স্বাভাবিক ভাব কি প্রকার তাহা পরিদর্শন করিব।" সকলেই কি আমার মত এই প্রকার "সুখ ও আনন্দে" ডুবিয়া আছে?

গোপা। নাথ! অন্য কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন কর, অন্য কোন বিষয়ে, আমাদিগের কথোপকথনের গতি ফিরাও—

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। ভাল প্রিয়ে! যদি তুমি এসকল কথায় মনক্লেশে ক্লিষ্ট হও, তাহা হইলে এ সকল অসার ভাবনা পরিত্যাগ করিব। দেখ, আর একটি ভাবনা আমি অনেক দিন হইতে মনোমধ্যে আন্দোলন করিতেছি, কিন্তু তাহার কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই প্রণয়, ইহার কোথা হইতে উৎপত্তি—কেমন করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়—এবং কোথায় ইহার নিবৃত্তি—তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি না। কে দুই অপরিচিত হৃদয়কে সম্মিলিত, পরিচিত ও একীভূত করে, কে উভয়কে মিলিত করে, কে পরস্পরের নয়নকে একস্থানে সংস্থাপিত করিয়া দ্বৈতভাব বিলোপ করে, কাহার গুণে এক হৃদয় অপরের হৃদয়ে প্রবিষ্ট ও লুক্কাইত হইয়া যায়, কে একের প্রাণ অপরের সহিত মিশ্রিত করিয়া দ্রবীভূত ধাতুর মত তরঙ্গ

প্রেমরসাশ্রিত করিয়া রাখে,—কে ইহার তত্ব বলিবে? একের নয়নজল অপরের নয়ন জলে মিশিয়া নদী হয় কেন, দুই অঙ্গ এক হইয়া যায় কেন? উভয়ের দৃষ্টিতে প্রেমরসের উদ্রেক হয় কেন—কে বলিবে?

(দূতিকার প্রবেশ)

দূতী। রাজকুমার! মহারাজ, মহারাজ্ঞী এবং প্রধান মন্ত্রী এই প্রমোদ ভবনে আগমন করিতেছেন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (দণ্ডায়মান হইয়া) তুমি কতদূরে তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়াছ?

দূতী। রাজা এবং রাজ্ঞী এক রথে, এবং মন্ত্রী মহাশয় তৎ-পশ্চাতে আর এক খানি রথে, প্রমোদ-ভবন-সংযুক্ত প্রমোদোদ্যান অতিক্রম করিয়া দ্বারদেশে আসিয়া অবতরণ করিয়াছেন, দুই এক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই তাঁহারা এখানে উপস্থিত——

(শুদ্ধোদন, গৌতমী এবং মন্ত্রীর প্রবেশ)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া) পিতঃ! বহুদিন আপনার চরণ দর্শন করি নাই—আমায় ক্ষমা করুণ।

শুদ্ধোদন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ! বাবা!! তোমার নম্রতায় রাজ্যময় সমস্ত প্রজাগণ এবং রাজসভাস্থ মন্ত্রীবর্গ, সকলেই অপ্যায়িত, চমৎকৃতও কৃতার্থ—সেই গৌরবে আমি গৌরবান্বিত। সিদ্ধার্থ! তুমি কুশলে আছ? তোমার কোন ক্লেশ নাই? চল আমরা উদ্যানে বায়ু সেবন করিগে'। বধূমাতা রাজ্ঞীর সহিত অবস্থান করুন।

মন্ত্রী, রাজা, এবং সিদ্ধার্থের প্রস্থান।

গৌতমী। (গোপার প্রতি) মা আমার গৃহলক্ষ্মী, আনন্দময়ী! মা! তোমার কোন ক্লেশ নাই?

গোপা। না, মা! আপনাদিগের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আমার জীবনে আপাততঃ কোন ক্লেশ নাই। এমন ইন্দ্রের ন্যায় স্বামী——(লজ্জাবনতমুখী হওন)

গৌতমী। (চিবুক ধারণ করিয়া) বল মা! বল। আমার নিকট লজ্জা করিও না, তুমি ভিন্ন এ জগতে আমার আদরের আদরিণী আর কেহ নাই—(ঘণ ঘণ চুম্বন করিয়া) বল মা! কি বলিতেছিলে বল?

গোপা। মা! এমন রামসম স্বামী, দশরথের ন্যায় শ্বশুর, আর কৌশল্যার মত আপনি থাকিতে, আমাদিগের ক্লেশের কারণ কি, মা?

গৌতমী। চল, আমরা উদ্যানের অপর প্রান্তে বসিয়া কথোপকথন করিগে। গমনকালে সিদ্ধার্থের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া তোমায় তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া যাইব।

(উভয়ের প্রস্থান)

(শূন্যে গীত গাহিতে গাহিতে দেববালাত্রয়ের আবির্ভাব)

(গীত)

প্রবাহে ভাসিয়া যায় এ ছার পরাণ।
সুখ দুঃখ ফিরে পায় স্বপন সমান॥

এ সংসারে নাহি ঠাঁই, কোথায় মিলাতে চাই,
কোথা আছি, কোথা যাই, না জানি কেমন।
আপনার কেবা মোর, একিরে স্বপন ঘোর,
কার তরে কেবা করে এতই যতন।
আশায় পরাণ কাঁদে, মায়ায় হৃদয় বাঁধে,
অবিরাম ধাই কোথা বিফল জনম॥

১ম দেববালা। দেখ! এইতো আমরা রাজকুমারের প্রমোদ ভবনে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গীতে তাঁহার মন বিমুগ্ধ করিতে হইবে এবং সেই বিমুগ্ধাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাব উদয় করিয়া দিতে হইবে। এখন রাজপুত্র কোথায়?

৩য়। ঐ দেখ, রাজপুত্র পিতা এবং বৃদ্ধমন্ত্রীর সহিত উদ্যানের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন।

২য়। চল আমরা শূন্যে শূন্যে, মায়ার প্রভাবে, অলক্ষিত ভাবে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাই। মায়ায় মুগ্ধ-মন রাজা এবং মন্ত্রীর কর্ণকুহরে তাহা প্রবেশ করিবে না।

(গীত)

না জানি কেমন লীলা, সংসারের কিবা খেলা,
হলো সার অশ্রু ঢালা নিরাশ ক্রন্দন।
জরা মৃত্যু প্রাণে হয়, প্রেম আশা নাহি রয়,
আঁধার সংসার খেলা অলীক স্বপন॥
মৃত্যু ফিরে পায় পায়, কত আসে কত যায়,
চিরদিন কিছু নয় সকলি মরণ।

সংসারের এই দশা,   শুধু হেথা যাওয়া আশা,
অনন্ত বাসনা সদা করিছে ভ্রমণ ॥
কি কাজে এসেছি হায়! কেমনে জীবন যায়,
মনের বাসনা বুঝি হলোনা পূরণ।
কি ছার সংসার ছায়া,   নশ্বর জীবন কায়া,
বিফল জীবন বিনে অমূল্য রতন ॥

(অন্তর্দ্ধান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রমোদ উদ্যানের এক প্রান্ত।

(রাজকুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ, রাজা শুদ্ধোদন এবং প্রধান মন্ত্রী)

(শূন্যে দেববালাগণের অবির্ভাব)

(গীত)

না জানি কেমন লীলা,   এ সংসারের কিবা খেলা,
হলো সার অশ্রুঢালা নিরাশ ক্রন্দন।
জরা মৃত্যু প্রাণে বয়,   প্রেম আশা নাহি রয়,
আঁধার সংসার খেলা অলীক স্বপন ॥
মৃত্যু ফিরে পায় পায়,   কত আসে কত যায়,
চিরদিন কিছু নয় সকলি মরণ।

সংসারের এই দশা, শুধু হেথা যাওয়া আসা,
অনন্ত বাসনা সদা করিছে ভ্রমণ ॥
কি কাজে এসেছি হায়! কেমনে জীবন যায়,
মনের বাসনা বুঝি হলোনা পূরণ।
কি ছার সংসার ছায়া, নশ্বর জীবন কায়া,
বিফল জীবন বিনে অমূল্য রতন ॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (স্বগতঃ) সত্য, "কি কাজে এসেছি হায়, বিফলে জীবন যায়, মনের বাসনা বুঝি হলোনা পূরণ"— সত্য এ কথা। (প্রকাশ্যে) আহা! কি পীযুষরসবর্ষী সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি!

শুদ্ধোদন। কোথায় সংগীত ধ্বনি, সর্ব্বার্থসিদ্ধ?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। পিতঃ ঐ শুনুন——

(গীত)

প্রবাহে ভাসিয়া যায় এ ছার পরাণ।
সুখ দুঃখ ফিরে পায় স্বপন সমান ॥
এ সংসারে নাহি ঠাঁই, কোথায় মিলাতে চাই,
কোথা আছি, কোথা যাই, নাজানি কেমন ॥
আপনার কেবা মোর, এ কিরে স্বপন ঘোর,
কার তরে, কেবা করে, এতই যতন।
আশায় পরাণ কঁদে, মায়ায় হৃদয় বাঁধে,
অবিরাম ধাই কোথা বিফল জীবন ॥

শুদ্ধোদন। বাবা সর্ব্বার্থসিদ্ধ! কোথা তোমার সংগীতধ্বনি? ও প্রকার শূন্য দৃষ্টিতে কা'র পানে চাহিয়া আছ?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। সত্য একথা, "একিরে স্বপন ঘোর! আপনার কেবা মোর, কার তরে কেবা করে এতই যতন"— সকলেই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। "আশার পরাণ কাঁদে, মায়ায় হৃদয় বাঁধে, অবিরাম ধাই কোথা বিফল-জীবন" "এ সংসারে নাহি ঠাই, কোথায় মিলাতে চাই, কোথা আছি, কোথা যাই, নাজানি কেমন।" আহা! কে গায়——

শুদ্ধোদন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ! বাবা! তুমি কি অসুস্থ হইয়াছ? বাবা!——বাবা!——

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (স্বগত) "প্রবাহে ভাসিয়া যায়, এছার পরাণ। সুখ দুখ ফিরে পায় স্বপন সমান।" এতদিনে জানিলাম পৃথিবীতে দুঃখ আছে। আমি দুঃখ দেখিতে চাই, দুঃখীজনে কেমন করিয়া কালযাপন করে, তাহা দেখিতে আমার সাধ হয়। যদি পারি, তাহাদের দুঃখ মোচন করিব। দুঃখ কি প্রকার? এ রাজ্যে কি দুঃখী কেহ আছে? তাহাদিগের কিসের দুঃখ? (প্রকাশ্যে) পিতঃ! আমি একবার নগর পরিদর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুণ, আমি কল্য নগর পরি-দর্শনার্থ বহির্গমন করিব। রাজ্য মধ্যে, প্রজাবৃন্দের অবস্থা কিরূপ তাহা একবার স্বচক্ষে দেখিতে আমার বাসনা হয়। তাহারা কি সকলেই আমার মত সুখী?

শুদ্ধোদন। (স্বগতঃ) এতদিনে বুঝি সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হইল। (প্রকাশ্যে) কুমার! যদি নগর পরিদর্শনে তোমার এতই সাধ হইয়া থাকে, কল্য তোমার ইচ্ছা

পূরণ করিব। এখন যদি তোমার শরীর অসুস্থ বোধ হয়, প্রমোদ ভবনে প্রত্যাগমন করিতে পার।

(মস্তকাঘ্রান ও মুখ চুম্বন)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। প্রণাম চরণে তাতঃ! প্রণমি চরণে হে ভব, সচীব প্রবর! আশীস দাসে।

(প্রস্থান)

শুদ্ধোদন। সচীবপ্রবর! এই সেই সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইল? পুত্র নগর ভ্রমণে ইচ্ছুক, কে কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করে তাহা সে পরিদর্শন করিতে চায়' কেমন করিয়া তাহাকে নিষেধ করি। মন্ত্রি! বুঝি এইবার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগী হইবে। জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিত-গণ গননা করিয়া বলিয়াছেন—"বৃদ্ধ, জরা, রুগ্ন, মৃত ও ভিক্ষুক দর্শনে পুত্র গৃহত্যাগী হইবে"। সচীবশ্রেষ্ঠ! অতি সাবধানে কার্য্যে অগ্রসর হউন। এই রজনীর মধ্যে সমস্ত কপিলবস্তুর প্রজাবৃন্দের ঘরে ঘরে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিউন, যে "আগামী কল্য রাজকুমার নগর পরিদর্শনার্থ বহির্গমন করিবেন। যেন প্রজাবার্গের দ্বারে দ্বারে পুর্ণকুম্ভ স্থাপিত এবং মঙ্গলবাদ্য বাদিত হয়। জরা, রুগ্ন, মৃত ও ভিক্ষুক, কালি যেন রাজ পথে না আইসে। প্রহরীগণ যেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকে। মন্ত্রী! এতদিনে বুঝি আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আপনি যাহা হয়, বিবেচনা মত কার্য্য করিবেন, আমার মস্তিস্ক ঘুর্ণায়-মান! আমি দশদিক অন্ধকার দেখিতেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ! ইহার জন্য আপনি এত চিন্তাকুল হইতেছেন কেন? কপিলবস্তুর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রাজকুমারের বিষয় অবগত আছে। প্রজাবর্গ সকলেই কুমার-বৎসল। জ্যোতিষগণনা তাঁহারা বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত আছেন। আপনার এত ভীত হইবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ চারিদিকে সতর্ক প্রহরী থাকিবে, আমি এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ, সেনাপতি, সহকারী সেনাপতি, প্রভৃতি সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করতঃ প্রহরীর কার্য্য করিব। কুমার নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগত হইবেন আপনার ভাবনা কি?

রাজা। মন্ত্রীবর! কি বলিব, আমি আজ কয়দিন ভীষণ স্বপ্ন সকল দেখিতেছি; যেন কুমার আমায় কাঁদাইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে। হা পুত্র! কি দোষে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। হা ভগবান! একটী সন্তান প্রদান করিয়া কপিলবস্তুর রাজা, প্রজা, সকলকেই সুখী করিয়াছ, আবার কেন তাহা কাড়িয়া লইবে? আমি তোমার শ্রীপদে কোন অপরাধে অপরাধী?

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য—উদ্যানের অপর প্রান্ত।

—*—

গোপা এবং গৌতমী।

গোপা। মা! ঐ ভয়েই আমি সদা সর্ব্বদাই শশঙ্কিত। তাঁহাকে এক দণ্ডের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যদি আমি কার্য্যান্তরে গমন করি তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, যে, তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। রজনীতে প্রায়ই ঘুমঘোরে কাহার সহিত কথা কহেন। কিন্তু, কি ভাষায় কথা কহেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি চতুর্দ্দশ ভাষা অবগত আছি, কিন্তু সে ভাষা আমার জ্ঞানের অতীত। স্বপ্নে হাসেন, স্বপ্নে কাঁদেন, স্বপ্নে উঠিয়া দাঁড়ান। কে যেন তাঁহাকে ডাকে, আর তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে উত্তর প্রদান করেন—"যাই! যাই!! আর ঘরে থাকিতে পারি না।"

গৌতমী। তার পর?

গোপা। আমি তাঁহার এই প্রকার অবস্থা সন্দর্শনে রজনীতে প্রায়ই নিদ্রাগত হই না। তিনি কখন কি বলেন, কখন কি প্রকার স্বপ্ন দেখেন, তাহাই পরিদর্শন করিবার জন্য প্রায় সমস্ত রজনীই জাগিয়া থাকি। মা! স্বামীর

এ প্রকার মনোবিকারের কারণ কি? আমায় বুঝাইয়া বল মা! প্রাণ দিয়াও যদি তাঁহার মনোবিকার দূর হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।

গৌতমী। (মুখচুম্বন) মা! মা!! তুমি কাঁদ কেন মা! তুমি ক্রন্দন করিলে আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি। তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী. তোমার সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অবধি, কুমার অনেক সুখে আছেন।

গোপা। মা! আমি অবলা বালিকা। সংসারের কিছুই তো জানি না। রজনীতে যদি কোন দিন নিদ্রাগত হই, সেই দিনই ভীষণ স্বপ্ন সকল আমার মানস দর্পণে প্রতি-বিম্বিত হয়। মা! মা!! স্বামীর এ উদাস অন্তরে কবে প্রফুল্লতা আসিবে? কবে, মা! আমি স্বামীর সহাস্যবদন দেখিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিব?

গৌতমী। তুমি এখন পূর্ণ গর্ভবতী, ও সকল দুশ্চিন্তা তোমার হৃদয় হইতে বিদুরিত কর। মা! রাজ সভাস্থ জ্যোতি-র্বেত্তা পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তোমার গর্ব্ভে শাক্যকুলধর জন্মগ্রহণ করিবে। এ সময় অন্ততঃ, প্রফুল্ল চিত্তে থাকিয়া, দুশ্চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক, তাহায় সংরক্ষণে যত্নবতী হও। চল মা! তোমায় প্রমোদ ভবনে সিদ্ধার্থের নিকট রাখিয়া, আমি রাজভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—সাধারণ পথ।

(তিন জন লোকের প্রবেশ।)

১ম। আরে ভাই! এ যে বেজায় আবদার দেখ্‌তে পাই। রাজার ছেলে, ঘরে থাক্‌বি—রাজ কার্য্য কর্‌বি। এ "বেরিয়ে যাওয়া" রোগ ধর্‌লো কেন? আমি যদি রাজার ছেলে হতুম্—হুঁ—তাহ'লে এত দিনে সিংহাসন অধিকার কর্‌তে কি আর বাকি থাক্‌তো?

২য়। আচ্ছা, এ ছেলেটার আগাগোড়া ব্যাপারখানা কেন স্মরণ করেই দেখ না। জন্মালো তো গাছের তলায়। তাই কি ছাই সুখে সচ্ছন্দে? রাণী মারা গেলো, রাজা পাগল হলো, নগরবাসী খেপে উঠ্‌লো—

৩য়। শুধু তাই? আবার দেবতাগুলো এসে গান বাজ্‌না করে গেলো, যেন তাদের ইয়ার আর কি? আমার ছেলের জন্ম হ'লে তো কোন ব্যাটা দেবতা আস্‌বে না। তা' যদি আস্‌তো—তাহলে আমি গরীব মানুষ—নিশ্চয় চিঁড়ে-মুড়কী-দই ফলার করাতুম্।

১ম। আমি তো ভাই, অবাক্ হয়ে গিয়েছি! ছেলেটার জন্মাবধি নানান রকম ভিরকুটী!! ছেলে বেলায় বিশ্বা-মিত্রের বাড়ীতে গেল,—বিদ্যে শিখ্‌তে; তা' দু চার

কথায় তা'কে থ'বানিয়ে ছেড়ে দিলে। বিশ্বামিত্রটা বিষম পাগলা কি না।

৩য়। আরে জান না ? আমার ছেলেকেও তা'রই টোলে পড়তে দিয়েছিলেম ; তা' সে বলে যে বিশ্বামিত্রটা নাকি রাজকুমারকে ফুল, চন্দন, বিল্বপত্র দিয়ে রোজ রোজ পূজো কর্‌তো, আর "হা ভগবান্ ! তুমি ভগবান্ ! !" বলে কেঁদে কেঁদে পাগল হ'তো।

২য়। এই তো গেলো। তার উপর দেখ বিবাহ হ'বার সময় কত রং বেরং দেখা গেলো। "ছেলের বৈরাগ্য ধরেছে" ভেবে ভেবে বুড়ো রাজা চেষ্টা বেষ্টা করে বে'র যোগাড় ক'ল্লে। আমাদের দুটো চারটে ছেলের অমন বৈরাগ্য উদয় হয়, তবে বুঝ্‌তে পারি। আর বত্রিশ গণ্ডা পুষ্‌তে পারিনে বাবা ! ! হায়রাণ হয়ে গিয়েছি !

৩য়। শুধু যদি বৈরাগ্য ধরতো তা' হলেতো তবু ছিল ভাল। এ আবার নতুন ধরণের বিরাগ। রং বে রং মেয়ে আম্‌দানি রপ্তানি চল্‌তে লাগ্‌লো। হচ্ছে কি ? না, অশোক ভাণ্ড বিতরণ ! ! ঢের্ ঢের্ দেখেছি, বাবা ! এ ঢেতর ঢং কথনও দেখিও নি—শুনিও নি।

১ম। তার পর যদিবা একটা মেয়ে পছন্দ হলো, তা' তা'র আবার নানান ভিরকুটী। বাবা ! আমি জানি, ও ভির্‌কুট্ খিচির জাত,—রাজা রাজড়ার কাণ্ডই স্বতন্ত্র !! আমাদের রাজা মেয়ের বাপের কাছে খবর পাঠানতে, উত্তর এলো, যে, তিনি শিল্পজ্ঞকেই কন্যাদান করবেন, কারণ তাহাই তাঁহাদের কুলধর্ম্ম ; কুমার যদি শিল্পজ্ঞ হয়েন,

তবে তিনি তাঁর হস্তে কন্যা সম্প্রদান করতে সম্মত আছেন।

৩য়। তা' আমাদের কুমারটীও বড় পেছপাও হলেন না। এক কড়া কানা কড়ি থেকে আরম্ভ করে, স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত দেখান হ'লো।

১ম। একবার সেই রকম করে বলো তো ভাই! তোমরা দুজনে বেশ মজিদার বল্‌তে পার।

৩য়। (হাসিয়া) সে আর কথায় কাজ কি? (সুর করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গীর সহিত) ব্যাকরণ, গ্রন্থরচন, অধ্যয়ন, বীণাবাদন, লঙ্ঘন, গমন, ধাবন, উল্লঙ্ঘন, সন্তরণ, তরণ, আস্ফালন, অনুকরণ, মালাগ্রন্থন, সংবাহন, স্ত্রী লক্ষণ, পুরুষ লক্ষণ, অশ্বলক্ষণ, হস্তিলক্ষণ, গোলক্ষণ, অজলক্ষণ, মিশ্রিত লক্ষণ, কৈটভেশ্বর লক্ষণ, আখ্যান, যানারোহণ, প্রদর্শন, প্রবর্ত্তন, বিরচন ইত্যাদি।

২য়। (সুর করিয়া) মুষ্টিরন্ধ, শিখাবন্ধ, ছেদ্য, ভেদ্য, অক্ষুণ্ণ বোধিত্ব, শব্দ রোধিত্ব, মর্ম্ম বোধিত্ব, দৃঢ় প্রহারিত্ব, স্থৈর্য্য, সামর্থ, শৌর্য্য, কাব্য, কার্য্য, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, ছেদ্য, ভেদ্য, অঙ্কুশগ্রহ, পাশগ্রহ, ইন্দ্রজাল, স্বপ্নাধ্যায়, নির্ঘণ্ট, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞ-কল্প, সাঙ্খ্য, জ্যোতিষ, যোগ, ক্রিয়াকল্প, বৈশেষিক, অর্থবিদ্যা ইত্যাদি।

৩য়। (সুর করিয়া) সালম্ভ ধনুর্ব্বেদ. বাণ নিক্ষেপ, হস্তিগ্রীবা, অশ্বপৃষ্ঠ, রথ, ধনু, বাহুব্যায়াম, বাণের উর্দ্ধ ও অধোভাগ দিয়া নির্যাণ, বার্হস্পত্য, আশ্চর্য্য বিদ্যা, অসুর বিদ্যা,

মৃগপক্ষীর শব্দজ্ঞান, হেতু বিদ্যা, জতুযন্ত্র, ধাতুযন্ত্র, মধূচ্ছিষ্টকৃত, সূচীকার্য্য ইত্যাদি সকল বিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শিত্ব প্রদর্শন করিলেন।

২য়। পৈতামহ ধনু, সিংহধনু, যাহা উত্তোলন করিতে কাহারও সাধ্য নাই, কুমার উপবিষ্ট থাকিয়াই, তদ্যোগে দশ ক্রোশ দূরস্থিত ভেরী, সপ্ততাল এবং যন্ত্রযুক্ত বরাহ ভেদ করেন, বাণ পাতালে প্রবিষ্ট হয়।

১ম। বা'ক্, এখন আজ নাকি রাজকুমার নগর পরিদর্শন করিবার জন্য বাহিরে আসিবেন ?

৩য়। হাঁ, শুন্‌চি বটে। দেখ্‌তে পা'চ্চ না, হুজুগে ব্যাটারা খুব মেতে গিয়েছে। রাজপথটা তো ফুল, নিশান, কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতা, পূর্ণকুম্ভ, নানাবিধ ছবি টাঙ্গিয়ে পুরিয়ে ফেলেছে। তা'র ভেতর ঢুকলে, বোধ হয়, সর্দ্দি গর্ম্মি হয়।

১ম। তা' হো'ক চল, একবার বেড়িয়ে আসা যাক্।

(সকলের প্রস্থান।)

(কালদেবল এবং নালকের প্রবেশ।)

কালদেবল। বৎস! বিকল অন্তর মম, কিজানি কি হয়
মোহে বদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন, বিধিলিপি
খণ্ডন করিতে চায়। অজ্ঞান কুমার
যথা, ধায় দ্রুতগতি, চন্দ্রমা লভিতে।
হায়! দেবমায়া বুঝেও বোঝে না, নিত্য

নব বিড়ম্বনা ! ! তথাপি ভাবে পূরিবে
কামনা। "আজি শেষ দেখা দেখে যা'ব
বুদ্ধদেবে ; কালি তনু হইবে পতন।"

নালক। হে মাতুল ! সত্য যদি, কালি তনু হইবে
পতন, কেন তবে অলসে কাটাও দিবা ?
পূজ নিজ ইষ্টদেবে, তাত ! সাধারণ
পথে, যথা কত পাপী করে বিচরণ,
কি সাধে আইলে তথা, কহ তা' দাসেরে
দেব ? সত্য যদি, যাবে ত্যজি পদাশ্রিত
জনে, ঘুচাও সংশয় দেব ! কেন নাহি
কর আজ্ঞা আজ্ঞাধীন জনে ? আছি স্থির,
তব কথা শুনিতে মাতুল ! রাজপথে কিবা
প্রয়োজন ? চল, তাতঃ ! কুটীরে ফিরিয়া যাই

নালক। শুন বৎস ! বুদ্ধদেবে, এইপথে দেখে
যা'ব ; এপাপ মরতে আর না ফিরিব
কভু। দেবলীলা হেরি ধরামাঝে, তাত !
পূর্ণ কর হৃদয় বাসনা ; জ্ঞান চক্ষু
কর উন্মীলন। চাহে শুদ্ধোদন, করিতে
বন্ধন, প্রেমের নিগড় পরায়ে পায়।
উদ্ধারিতে অজ্ঞানমানব, যেই জন
ধরিয়াছে মানব জীবন, যার প্রাণে
বাসনা সাগর—ভীষণ তরঙ্গ তুলি
বহে মহাবেগে, সে কভু নীরব রহিতে
পারে ? আজি পঞ্চানন, আপনি ধরায়

আসি, জরা, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষু আদি, ধরি
নানারূপ, ছলিবেন বুদ্ধদেবে। তাহে
রাজপুত্র ত্যজিবে সংসার। বনবাসী
হয়ে, যোগবলে, নূতন নয়ন ধরি
উদ্ধারিবে জীবে। নির্ব্বান মুক্তি হইবে
প্রচার। যবে বুদ্ধদেব নাশি অজ্ঞান
তিমির, নবধর্ম্ম করিবেন প্রচার,
তুমি তাঁর হইবে সহায়। নাহি র'বে
পাপ তাপ, মায়া মোহ আর না ঘেরিবে
তোমা, অবাধে তরিবে এভব সংসার।
এস বৎস! দেবলীলা হেরি ধরা মাঝে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য—সুসজ্জিত রাজ পথ

(রথারোহণে রাজকুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ এবং সারথীর প্রবেশ)

সর্ব্বার্থ সিদ্ধ। হে সারথি! এই সুসজ্জিত নগর দর্শনার্থ কি আমি প্রমোদোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম? আমি যাহা চাই, যাহার জন্য আমার প্রাণে ভীষণ আন্দোলন

উপস্থিত, যাহার জন্য ফুল্লকান্তি গোপার বদন মণ্ডল আমার কাছে মায়ার নিগড় বলিয়া বোধ হয়; আমি কেবল মাত্র তাহাই দেখিতে আজ নগর পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছি। পিতার ধন-গৌরব, রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা, এবং প্রজার রাজ-ভক্তি দর্শন করা আমার অভিপ্রেত নহে। কে কোথায় কি ভাবে বাস করে, সুখী দুঃখীতে কত প্রভেদ, দুঃখীজনে কি প্রকারে জীবন যাপন করে, আজ আমায় তাহাই দেখাও।

সারথী। প্রভু! মহারাজ শুদ্ধোদনের রাজ্যে কোন প্রজা কখন অসুখী নয়। একজনও দীন হীন প্রজা আপনার পিতার রাজ্যে আছে কি না সন্দেহ। অমরাবতীও কপিল বস্তু অপেক্ষা অধিক সুখের স্থান নহে।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। হে সারথি। সামান্য অর্থের লোভে মিথ্যা কথা কহা, তুমি কি পাপ বলিয়া বিবেচনা ক'রনা? এই যে তোমার সম্মুখে, রাজপথে, দুই ধারে, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের পতাকা সকল পত পত্ শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছে, তন্নিম্নে বিবিধ প্রকার ফুলমালায় বিচিত্র শোভা বর্দ্ধন করান হইয়াছে, ইহাই কি রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা? না, তাহা কখনও সম্ভব? চল আমায় অন্য পথে লইয়া চল। যে স্থানে চির-দারিদ্রতা বিরাজমান, আমায় সেই স্থানে লইয়া চল। (কিঞ্চিৎদূরে জরাগ্রস্থ বৃদ্ধকে দেখিয়া) সূত! দেখ, দেখ, কি ভীষণ আকার!!

(কম্পিত কলেবরে বৃদ্ধের প্রবেশ)

সারথী। কুমার! যদি এ দৃশ্য দেখিতে আপনার মনে ক্লেশ হয়, তবে অনুমতি করুন, আমি রথের গতি অন্য দিকে ফিরাই। কে এখানে প্রহরী আছে, এ ভীষণ দৃশ্য রাজকুমারের দৃশ্য পথ হইতে অপসারিত—

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। না সূত! ইহাকে কোন প্রকারে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। ইনি কি মনুষ্য না অন্য কোন প্রকার জীব? আহা! দেখ, দেখ, সর্ব্বাঙ্গে শিরা ও ধমনি সকল স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, গাত্রে একখানি ছিন্ন ভিন্ন মলিন বসন ভিন্ন অন্য আচ্ছাদন নাই, পদে পদে পদস্খলিত হইতেছে, আহা! বোধ হয়, ভীষণ দারিদ্রতা নিবন্ধন অনাহারে উহার এ প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে।

সারথী। হে কুমার! ইনি নরজাতি—বার্দ্ধক্য প্রপীড়িত। ইহাঁর চরমকাল উপস্থিত; বলবীর্য্যহীন, ক্লেশে অভিভূত, বুদ্ধি শিথিল, শক্তি দূরগত, ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ এবং গৃহকার্য্য নির্ব্বাহে অশক্ত ও স্থবির হওয়াতে, অরণ্যজাত মৃত শুষ্ক-বৃক্ষ প্রায় আত্মীয়বর্গের দ্বারা ইনি উপেক্ষিত হইয়াছেন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। সূত! এ দশা কি সকলেরই হয়? না ইহা কেবল এই ব্যক্তিরই কুলধর্ম্ম?

সারথী। কুমার! লোকমাত্রেরই যৌবনান্তে বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়। ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কুলের সাধারণ নিয়ম নহে।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। আমি, আমার পিতা, মাতা, গোপা, গোপার

সহচরীবৃন্দ, তুমি, ধীমান্ মন্ত্রী, বীর্য্যবান্ সেনাপতি, কপিল বস্তুর সমগ্র প্রজাবৃন্দ সকলেই কি এই এক মাত্র নিয়মের অধীন? সকলকেই কি এই ভীষণ যাতনা ভোগ করিতে হইবে?

সারথী। প্রভু! সকলেই এই এক নিয়মের অধীন। বিশ্বপাতার রাজ্যে অবিচার নাই। তিনি এক জনের জন্য কোন প্রকার স্বতন্ত্র নিয়ম করেন না। কৈশোর হইতে যেমন যৌবনকাল, তেমনি ক্রমে ক্রমে কাল সহযোগে সকলকেই এই বার্দ্ধক্য-অধীন হইতে হয়। কাহারও নিষ্কৃতি নাই। রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ সবে সম নিয়ম অধীন।

সিদ্ধার্থ। সকলেই যদি সম-নিয়মাধীন, সকলেই যদি এই ভীষণ অবস্থার দাস, তবে দু দিনের সুখের জন্য অজ্ঞানমানব এত লালায়িত কেন? হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে অন্ধ হইয়া মনুষ্যশরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। মানবে এই ক্ষণভঙ্গুর যৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অশেষবিধ কুকর্ম্মে লিপ্ত হয়? ছার যৌবনের এই মাত্র গৌরব? সারথি! অবিলম্বে রথগতি পরিবর্ত্তন কর, আমি স্থানান্তরে গমন করিব।

সারথি। যথা আজ্ঞা, দেব!

(জনৈক রুগ্নের প্রবেশ।)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। সত্বর, সত্বর রথ, সারথি! দেখ, দেখ, এও কি হে মানবজাতি? বিকট রূপ, বিবর্ণ শরীর, ইন্দ্রিয় বিকল-

কঙ্কালাবশিষ্ট মাত্র দেহ, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, ইনি কে ?

সারথী। হে কুমার! এ ব্যক্তি অত্যন্ত কাতর, ব্যাধিজনিত ভয়গ্রস্ত, ইহাঁর অন্তিমকাল উপস্থিত। শরীরে তেজ নাই, বল নাই, সাহস নাই—রক্ষাও নাই, একান্ত অসহায় এবং আশ্রয় বিহীন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (অনন্যমনে) আহা! শরীর শীর্ণ হইয়া অস্থিচর্ম্ম ও শিরাবলী প্রকাশ পাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গব্যাপী মালিন্য দেহের মনোহর কান্তি হরণ করিয়া মলিনতারূপ অলঙ্কার প্রদান করিয়াছে, ইহাঁর স্বজন বন্ধু কেহই নাই, আবাসচ্যুত হইয়া পথিমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। কি ভয়াবহ রূপ! ঘন ঘূর্ণিত নয়নদ্বয়!! যেন কে উহাঁকে গ্রাস করিবার জন্য ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতেছে, আর উনি সেই ভয়ে ভীত হইয়া ত্রাসে কম্পান্বিত কলেবরে মন্থর গমনে অগ্রসর হইতেছেন। বল সূত! ইহাঁর কি হইয়াছে ?

সারথী। হে ধীমান্! মানব-শরীর ব্যাধির মন্দির। কখন কোন ব্যাধিতে শরীরকে আক্রমণ করে, তাহা কে বলিতে পারে ? রোগ—শোক, জ্বালা—যন্ত্রণা, বিপদ্—আপদ্, সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই যে আপনার সম্মুখে এই বিকটাকার মানব দর্শন করিতেছেন, ইহাঁকেও কোন বিষম ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। কোন্ ব্যাধি ? কিরূপ ব্যাধি ? আরোগ্যলাভের কি কোন উপায় নাই ?

সারথী। মহাশয়! জ্বর নামে একটা দুর্বৃত্ত দস্যু ইহাঁর সুখ সর্বস্ব, শরীরের অভ্যন্তরস্থ মহামূল্য আরোগিত্য নামে মহারত্ন অপহরণ করায়, এ ব্যক্তি একান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং এই অবসরে সর্ব্বভূক কাল ইহাঁর জীবন পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইনি যে প্রকার দুর্ব্বল হইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, করাল কাল শীঘ্রই ইহাঁকে গ্রহণ করিবে।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। সূত! এ রোগ কি এই ব্যক্তির কুলধর্ম্ম, না পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবন যৌবন জ্বরা দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়?

সারথী। দেব! রাজা যেমন প্রজাদিগের উপর সমব্যবহার করেন, সকলকেই সমান চক্ষে দৃষ্টি করেন, তাঁহার বিচারে যেমন উচ্চনীচে ভেদাভেদ নাই, তেমনি এই সুবিশাল পৃথিবী পরি ভগবান্ আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়া, রাজা প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, সর্ব্বজীবের উপর সমান বিচার করিয়া থাকেন। শরীর ব্যাধি-মন্দির; যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা পরিচালিত হইতে হইতে, যদি কোন রূপে ব্যাঘাত জন্মে, অমনি তখনি ব্যাধি আক্রমণ করে। কাহারও ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। কি সুখে তবে মানব সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করে? যদি জ্বরা সকলেরই সুখের যৌবনকাল তিরোহিত করে, তবে যৌবনগর্ব্বে অন্ধ হইয়া, মনুষ্যশরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা, একবারও ভাবিয়া দেখে না! কেন? স্বপ্ন লব্ধ ঘটনা সকল নিদ্রা ভঙ্গে যেমন সহসা

তিরোহিত হয়, প্রাভাতিক সূর্য্য-কর-লগ্নে শিশির বিন্দু যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ কিঞ্চিন্মাত্র শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন মাত্রেই রোগ উৎপন্ন হইয়া দুর্ল্লভ জীবন দুর্দ্দান্ত করাল কালের শাসন দণ্ডে নিপীড়িত হয়। হায়! এমন জ্ঞানী ব্যক্তি কি ধরায় কেহ নাই, যিনি এই সকল দশা—সুখের যৌবনের এই পরিণাম, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও সুখ সম্ভোগ ও বিলাসবাঞ্ছা হইতে বিরত হয়েন?

সারথী। প্রভু! স্বল্পদৃষ্টি মানব, ভবিষ্যৎ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য কেহই অগ্রসর হয়েন না। বিশেষতঃ, যখন ব্যাধির হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই, তখন সে বিষয় চিন্তা করিয়া বর্ত্তমানের ঐহিক সুখ সম্ভোগে বিরত থাকিবে কেন?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। (অনন্যমনে) রূপ বিকট, শরীর বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় বিকল, কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ, নানারূপ পীড়ায় অতিশয় কাতর হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। শরীরে সে তেজ নাই, বল নাই, রক্ষা নাই। অসহায় এবং আশ্রয় বিহীন হইয়া ধরামাঝে ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া বিচরণ করিতেছে। হায়! মনুষ্য-শরীরের সুখাবস্থা নিদ্রাকালীন স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা, ব্যাধির কোপে সদা সর্ব্বদা জর্জ্জরিত, উল্লাস বিলাসপূর্ণ সুখের যৌবনের এই পরিণাম দেখিয়াও, কোন্ জ্ঞানী মানব সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করে?

সারথী। (ব্যাকুলিত চিত্তে) দেব!

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। দেখ, দেখ, সূত! একটী মানবকে খাটে শয়ন করাইয়া, কোথায় লইয়া যাইতেছে। কয়েকজন লোক আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে তৎপশ্চাতে আগমন করিতেছে। কয়েকজন রমণী বিবশা, আলুলায়িত কেশ-পাশা, শোকে অধীরা হইয়া, বক্ষস্থলে করাঘাত করতঃ, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। আহা! উহাদের মস্তক ধূলিময়, গাত্র ঘর্ম্মাক্ত; মধ্যে মধ্যে হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিকস্থ লোকের শোক দুঃখ ও সংসারের প্রতি অনিত্যতার ভাব উদয় করিয়া দিতেছে। বল সূত! ইহারা কি জন্য এরূপ সন্তাপ সাগরে ভাসমান?

সাবথী। হায়, কুমার! ঐ খট্টারূঢ় ব্যক্তি সুখময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া শমন ভবন সন্দর্শনে গমন করিতেছেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ আর তাঁহার দর্শন পাইবে না, বলিয়াই, এরূপ শোকময় ক্রন্দন করিতেছে। মহাশয়! এ পৃথি-বীতে কিছুই চিরস্থায়ী বা কেহই অবিনশ্বর নহে। যেরূপ শাখি-শাখে পক্ষিগণ নিশি-যোগে একত্র অধিবেশন পূর্ব্বক, প্রভাতে ইচ্ছানুরূপ দিগ্দেশে গমন করে; অথবা, পথি-মধ্যে পথিকগণ পান্থাবাসে মিলিত হইয়া, নিশাশেষে নিজ নিজ অভিপ্রেত স্থানে গমন করে, সেইরূপ মনুষ্য-গণও এ সংসারে স্বজন বন্ধু বান্ধবগণ পরিবেষ্টিত হইয়াও জীবন শেষে, স্বকর্ম্মানুসারে ধর্ম্মের বিচার মতে উপযুক্ত স্থানে গমন করে। কুমার শ্রেষ্ঠ! এ দশা সকলকেই প্রাপ্ত হইতে হইবে। পৃথিবীতে যিনিই যত উচ্চ আসনা-রূঢ় থাকুন না, অন্তে সকলকেই এক দশা প্রাপ্ত হইয়া

চিতায় প্রবেশ করিতে হইবে। যেমন জলবিম্ব সকল অত্যল্প কাল মধ্যেই জলে মিলিত হয়, সেইরূপ এ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনও অত্যল্প কাল মাত্র পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ করিয়াই পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া যায়। মৃত্যু হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। যন্ত্রের সমান এই দেহ পরিচালিত হয়; ব্যাধি সদা সর্ব্বদা আক্রমণ করিতে পারে; জরা, সর্ব্ব প্রকার সুখ সম্ভোগ ও বিলাসপূর্ণ যৌবন কালকে দারুণ ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ করিতে সক্ষম; জীবনও আবার এত অল্প কাল স্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর যে, কোন্ সময় মৃত্যুর অব্যর্থ দন্তাঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। হায়! কি সুখে মানব তবে দেহভার বহন করে? কেন জন্ম হয়, কেন মৃত্যু হয়? মৃত্যু না হইলে তো মানব সুখে থাকিতে পারে? জরা নিপীড়িত যৌবনকে ধিক্! বিবিধ ব্যাধি জর্জ্জরিত স্বাস্থ্যকে ধিক্! ক্ষণভঙ্গুর জীবন-কেও ধিক্! পণ্ডিতগণ ইহা সন্দর্শন করিয়াও কেন সুখ আশা করেন। যে যৌবন চিরকালের জন্য মানবকে সুখের সাগরে ভাসাইয়া রাখিতে পারে না, জরার আক্র-মণে যাহা নষ্ট হইয়া যায়, ভ্রান্ত নরে তবুও যৌবনের অহ-ঙ্কারে মত্ত হয়? এই বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র, হাহাকারে ক্রন্দন করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত করিয়া কেশাবলী বিচ্ছিন্ন করিতেছে, কই উহার তো আর চেতনা হইতেছে না। ধরায় কি এইমাত্র সম্বন্ধ? এই ছার দেহের জন্য এত মায়া? এত মমতা? সূত! অবিলম্বে রথ প্রত্যা-

বর্ত্তন কর, আমি সেই দুর্ব্বল-বন্ধু, সর্ব্বানন্দ-প্রদ, মুক্তি-প্রদর্শক, ত্রাণকর্ত্তা ধর্ম্মের অনুসন্ধানে যত্নশীল হইব।

সারথী। যথা আজ্ঞা, প্রভু!

(জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ ও প্রস্থান।)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। দেখ দেখ! কমণ্ডলু করে, শান্ত প্রকৃতি, মৌনাবলম্বী, প্রশান্ত বদন, কাষায় বস্ত্র পরিধৃত এক জন লোক আমাদিগের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন। সারথে! ইনি কে?

সারথী। প্রভু! এ ব্যক্তি ভিক্ষুক। ইনি সংসারের সুখ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করেন। সংসার সম্পর্ক হীন, দ্বেষ হিংসা নাই, রিপু বিজয়ী, চিত্ত প্রসন্ন, শরীর পুণ্যালোকে অতি উজ্জ্বল। ইনি আনন্দ-প্রদ-কল্প ও অমৃতদ্রুম-পরিশোভিত ধর্ম্ম-কাননে প্রবেশ করতঃ নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান-সমাধি-সুখে নিমগ্ন থাকিয়া, কেবল একমাত্র ভগবানের আরাধনায় কালক্ষেপণ করেন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। ভগবান্! ভগবান্ কে, সারথি? শুনিয়াছি এই বিশাল বিশ্বের,তিনি একমাত্র অধীশ্বর; সর্ব্বজীবে তাঁহার দয়া, সমভাবে বিতরিত হয়; কিন্তু, যদি তিনি পরম কারুণিক পরমেশ্বর, তবে তিনি মানবের দুঃখ মোচন করিতে যত্ন করেন না কেন? যদি তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তবে মানবের হাহাকার নিবারণে তিনি অসমর্থ কেন? অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। আমি সে তত্ত্ব

নিরূপণ করিব। আর মায়ায় বদ্ধ থাকিবনা, এ অনিত্য সংসারে মজিয়া আর বৃথা কালক্ষয় করিবনা। যাই—যাই —এ সংশয় সাগরে ডুবিয়া থাকিতে আর পারি না।

(দ্রুতবেগে শুদ্ধোদন ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

শুদ্ধোদন। একি সারথি! পুত্রের এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন? সিদ্ধার্থ! বাবা!—বাবা! উন্মত্তের ন্যায় কোথায় অগ্রসর হইতেছ?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। প্রণমি চরণে তাতঃ! দেহ অনুমতি,
যা'ব আমি গৃহ ত্যজি, জ্ঞান-রত্ন অন্বেষণে।
এ সংসারে সকলি অসার; মুগ্ধমন!
বুঝেও বোঝে না প্রলোভন। নিত্য নব
বিড়ম্বনা! ভাসি আমি সুখের সাগরে
হেথা; পৃথিবীর জীবগণ হাহাকারে
জীবন কাটায়; বড়-সাধ হয়, তাতঃ!
করি নিবারণ, জীবের বেদন। মাগি
তাই, বিদায় সংসারে। প্রফুল্ল হৃদয়ে
দেহ অনুমতি, এই মিনতি চরণে।
জ্ঞান অন্বেষণে, তাতঃ! হইব সন্ন্যাসী।

শুদ্ধোদন। কহ সূত! শীঘ্র করি, কেন ভাবান্তর
হেন? কেমনে সিদ্ধার্থ হইল উদাসী?

সারথী। মহারাজ! কুমারে লইয়ে, বহুদূর
করিনু ভ্রমণ, দেখাইনু নগরের
সুন্দর যে স্থান। সহসা এ পথে, হেরি

জরা, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষু, বিচলিত মনে
যুবরাজ চাহি মোর পানে, জিজ্ঞাসিলা
বারতা বিস্তর। একে একে নিবেদিনু
মহারাজ! ক্ষুদ্রবুদ্ধি জ্ঞানহীন আমি।
তাহে হ'লো ভাবান্তর, বুঝি সর্ব্বনাশ
ঘটাইনু হায়! চিরশুদ্ধ শাক্যকুলে।

মন্ত্রী। মহারাজ! নিশ্চয় এ দেবতার ছল।

শুদ্ধোদন। ছলে যদি এত সর্ব্বনাশ, কেন তবে—
মোর শিরে হেন বজ্রাঘাত? অপরাধি
নহি বিধাতার পাশে। কি তাপে বিধাতা
দিলা অভিশাপ? হায় রে! কেমনে আমি
শুনিনু এ নিদারুণ বাণী? বাবা! বাবা!!
সিদ্ধার্থ আমার! তোর মনে এই ছিল?
(মূর্চ্ছা।)

সিদ্ধার্থ। পিতঃ! মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী তুমি;
সু-পণ্ডিত সু-বিচারে। ধৈর্য্যে, বীর্য্যে, সৌর্য্যে
তুমিই প্রধান। উচ্চ কার্য্যে যায় তব
সুত, তাহে কর নিবারণ। হায়! হায়!
মায়ামোহে পূরিত পরাণ, তাই বুঝি
হারায়েছো জ্ঞান, পুত্রের মমতা স্মরি।
উঠ, উঠ তাত! এ দশায়, শোভা নাহি
পায় তোমা। কুজনে কুকথা ক'বে।

শুদ্ধোদন। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) হায় বৎস! ভুলেছি সকল জ্বালা
তোর মুখচন্দ্র হেরি। ভুলেছি প্রিয়ার,

শূন্য ধরা নাহি হয় জ্ঞান। ভাবি নাই
হেন বজ্রাঘাত তুই করিবিরে শিরে।
একবার চিন্ত বৎস! সংসার আঁধার
হবে তোমা বিনে। শাক্যগণে তোমা বিনা
নাহি জানে, তুমি মম রাজ্যের ভূষণ—
সর্ব্বস্ব রতন; লহ সিংহাসন, কহ
যেবা প্রয়োজন তব, সাধিব এখনি।
অন্ধের নয়ন-তারা, কেন কর দিশে হারা,
শাক্যকুলে আর কেহ নাহি রে আশ্রয়।
বল্, কার মুখ চেয়ে, বাঁধিব রে হিয়ে?
আর কেহ নাহি তো আমার। রাজ্য সুখ
আশে, করে নর কতই যতন, কর গত
সকলি তোমার। তুই রাজার কুমার,
কুসুমমালায়, ব্যাথা লাগে গলে তোর,
কর ক্ষীর সর নবনী ভোজন, ভিক্ষা
অন্নে, কেমনে করিবি জীবন ধারণ? নিদ্রা
নাহি হয় তোর, কুসুম শয্যায় যদি
করিস্ শয়ন। ধরি সন্ন্যাসীর বেশ,
পাইবি অনেক ক্লেশ, বল্ যাদুমণি!
কোন্ দুঃখে ত্যজিবি সংসার? রাজপুরে
নাহিতো দুঃখের লেশ। তোর তরে,
শূন্য করি কোষাগার, সাজায়েছি পুরি।
দণ্ডপাণিসুতা হবে অনাথিনী। নব
সুত জন্মেছে, কুমার! কার করে দিয়ে

তারে ত্যজিবি ভবন ? দেবতা অর্চ্চনা,
গৃহে বসি সাধ সে সাধনা। দূর কর
দুরূহ কামনা। কাঁদায়োনা শাক্যগণে।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। পিতঃ! কাঁদে প্রাণ জীবের দুর্গতি হেরি,
আর গৃহে রহিতে কি পারি ? মৃত্যু ফিরে
পায় পায়, জরায় যৌবন যায়, নাহি
জানি, কবে আসিবে শমন, লইবারে
নশ্বর জীবন। কেবা জানে, কবে কার
হইবে পতন ? ছার শরীরের মায়া,
আজি, স্বেচ্ছায় যদ্যপি নাহি ত্যজি, কাল
বা দুদিন গতে, আপনি ফুরাবে। তুমি
কার, কে তোমার ? কার তরে মায়ামোহে
মুগ্ধ মন ? মহাকার্য্য ভার, দেখ তাত!
সম্মুখে আমার। উচ্চ উদ্দীপনে বাধা
নাহি দেহ নরনাথ! সংসারে মগন
সুখের স্বপন, হেন আস্বাদন, নাহি
চাহি আর। যাহে জীবের দুর্গতি দূর
নাহি হয়, হেন মোহে কেন বদ্ধ র'ব ?
বল পিতঃ! কোন্ ধর্ম্ম আচরণে, মৃত্যু
নাহি হয় ? কে আছে ধীমান্, করে বিধি
দান, শমনের করে পরিত্রাণ পা'ব
যাহে ? যাচি আমি নিরবধি জীবের
কল্যাণ; তাই যেতে চাই সংসার ত্যজি,
মুক্তি তত্ত্ব অন্বেষণে। পারি যদি, জীবের

দুর্গতি দূর হ'বে, জীবকুল পাইবে
নিস্তার, জ্ঞানালোক বিতরিব ধরা মাঝে।

(নালক ও কালদেবলের প্রবেশ এবং
সর্ব্বার্থসিদ্ধকে প্রণাম করণ।)

শুদ্ধোদন। ঋষিরাজ! প্রণমি চরণে তব, দেখ
প্রভু! বুঝাও সিদ্ধার্থে আমার। ত্যজি এ
রাজ্য সুখ, যেতে চায় কোথা যাদুমণি।
যাও, সিদ্ধার্থ আমার, রাজপুরে ফিরি,
যেবা হয় পরে করিব বিচার, তাত!

(সিদ্ধার্থ এবং সারথীর প্রস্থান)

কালদেবল। মহারাজ! জ্ঞানি তুমি, ত্রিলোকে পূজিত।
এখনও, জ্ঞান-চক্ষু তব, নাহি হ'ল
উন্মীলিত? বিধি বিড়ম্বনে মোহাচ্ছন্ন
তুমি নরনাথ! কারে কহ মিটাইতে
সংসারের সাধ? সেই জন ধরিয়াছে
মানব জীবন, জীবের দুর্গতি হেরি;
যা'র তরে, যোগী ঋষি সতত মগন;
সেই বৈকুণ্ঠ বিহারী হরি নরাকার
ধরি, অবতীর্ণ ধরামাঝে? মোহে বদ্ধ
এখনও রাজন্! চিনেও না চিনিলে
রতন। কার তরে, কর এত আকিঞ্চন?
এত দিন প্রেমের নিগড় পরি পায়,
আত্মভোলা, ছিল ভুলি জীবের দুর্গতি।

আজি তাঁর হয়েছে চেতন, কাটিয়াছে
মোহ-ঘুম-ঘোর। তাই সন্তাপ নিবারণে
হইয়াছে সাধ। কার সাধ্য, কেবা তাঁরে
করিবে বারণ? ছার সংসার মায়ায়
বাঁধিতে কি পার তাঁর মন? আজি
নিশাকালে, গৃহ ত্যজি, যাইবে কুমার।

শুদ্ধোদন। অ্যাঁ! অ্যাঁ!! আজি গৃহ ত্যজি যাইবে কুমার?
হা প্রেয়সী! কোথা তুমি, বল, এ সময়?

(মূর্চ্ছা।)

চতুর্থ অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য—সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ।

---*---

(সর্ব্বার্থসিদ্ধ নিদ্রিত।)

(গীত গাহিতে গাহিতে দেববালা ত্রয়ের প্রবেশ।)

(গীত)

কি সুখে জীবন কাটে, করহ চেতন,
মায়া ঘোরে, অন্ধকারে, কি দেখ স্বপন?
প্রবাসের পথে এসে, যায় দিবা মোহ বশে,
অসার সংসার আশে, বদ্ধ প্রাণ মন॥
"কি সুখে জীবন কাটে, করহ চেতন,"—ইত্যাদি

আপনার কেবা কার, দেখ চেয়ে অন্ধকার,
শুধু মায়া বার বার, বাঁধিছে চরণ।
সোণার সংসার খেলা, সেরে লও এই বেলা,
নহে সুখ, শুধু জ্বালা, কর দরশন॥
"কি সুখে জীবন কাটে, করহ চেতন,"—ইত্যাদি
সুখের যৌবন কালে, কাটে প্রাণ হেসে খেলে,
যৌবনে বসন্ত খেলে, মধুর স্বপন।
আসিলে বার্দ্ধক্য তায়, সে সৌন্দর্য্য নাহি রয়,
বজ্র-দগ্ধ-তরু প্রায়, হইবে নিধন॥
"কি সুখে জীবন কাটে,করহ চেতন,"—ইত্যাদি
মরুভূমি, পোড়াপ্রাণ, ফেটে হ'বে শত খান,
জরা মৃত্যু ফিরে পায়, ছেলে খেলা হ'বে সায়,
"আমি" "তুমি" সমুদায় মায়ার ক্রন্দন॥
"কি সুখে জীবন কাটে,করহ চেতন,"—ইত্যাদি
বসন্তে জলদ খেলা, এ নহে বিচিত্র লীলা,
এ সংসারের এই খেলা , দগ্ধ হ'বে প্রাণ।
'কামনা' 'কামনা' বই, এ সংসারে কিছু নাই,
অনাথ ব্রহ্মাণ্ড এই, আসিলে মরণ।
"কি সুখে জীবন কাটে,করহ চেতন,"—ইত্যাদি

(সর্ব্বার্থসিদ্ধের জাগরিত হওন।)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ।　একিরে একিরে শুনি,
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি,

কাঁপিল কেনরে আজি অবশ পরাণ ?
ঘুচিল অন্তর শ্বাস,
জাগে প্রাণে নব আশ,
প্রকাশিত একি জ্যোতি, স্বপন সমান ?
বহু দিন পরে আজি,
ঘুচিল রে তমোরাশি,
উদয় প্রভাত রবি কনকবরণ।
মধুর সঙ্গীত স্বর,
ছাইয়া প্রাণের'পর,
জাগাইল মৃতপ্রাণ, অন্ধের নয়ন।
শুনিয়া মধুর গান,
আবেশে বিভোর প্রাণ,
স্বরগ হইতে যেন পশিল শ্রবণে।
বসি মন্দাকিনী তীরে,
যেন কে কাহার তরে,
ঢালিতেছে সুধারাশি আপনার মনে।
যেন কোথা দেববালা,
লয়ে বীণা করে খেলা,
কহে ধীরে কানে কানে আশার বচন।
শুনি সে মধুর গান,
পাগল হয়েছে প্রাণ,
ফুটেছে নবীন আশা গেছে কুস্বপন।
বুঝেছি সংসার এই, সংশয় কেমন।
অচেতন প্রাণ মন,

পূর্ণ মায়া ত্রিভুবন,
স্পন্দহীন এই প্রাণ, আশার প্রভায়।
আত্মহারা জীবগণ, মোহিনী-মায়ায়॥

সুখের কল্পনা স্রোত বহিতেছে ভবে।
মোহে মুগ্ধ জীবগণ.
কিবা সুখ নাহি জ্ঞান,
আশার ছলনে ভুলি, অবিরাম ধায়।
স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলমালা, পরিতেছে পায়।

অজ্ঞান তিমির রাশি ছেয়েছে অন্তর।
আপন আপন করি,
যায় দিবা বিভাবরী,
জাগে প্রাণে নব আশা, নূতন কামনা।
পরিণাম কিবা হবে, নহে কা'র জানা॥

অসার সংসার এই, নশ্বর জীবন।
এই তো রমণীগণ,
এবে সব অচেতন,
নাচিল গাইল কত, মোহিয়া পরাণ।
শব সম কেন এবে মুদিত নয়ান।

ফুরাল কি রজনীর মধুর উৎসব?
ফুরাল কি ফুল খেলা.
নিবিয়াছে দীপমালা,
নিশ্চিন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে করেছে শয়ান।
আবার প্রভাতে কিরে মেলিবে নয়ান॥

আশ্চর্য্য স্বপন সম হয় অনুমান।
বিচিত্র সংসার খেলা,
কভু সুখ কভু জ্বালা,
ক্ষণস্থায়ী সুখতরে ঝরে অশ্রুজল।
নাহি জানি কিবা ভাব, সুখ কি গরল॥

বাসনার বসে নর ভ্রমে চিরকাল।
সতত উন্মত্ত প্রায়,
মরীচিকা মাঝে ধায়,
প্রবঞ্চিত শত বার মৃগের মতন।
মানবের তবু হায়! ফুটেনা নয়ন॥

ধন্য আশা কুহকিনী! ধন্য তোর ছল।
ধন্য এ সংসার কারা,
অন্ধকারে দিশেহারা,
তবু নর নাহি বুঝে, অনিত্য বন্ধন।
নাহি বুঝে রোগ শোক জীবন মরণ॥

আসিয়াছি বহু দিন যেতে হবে পুনঃ।
দারা সুত পরিবার,
নহে কেহ আপনার,
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু, নিভিলে জীবন-
সম্বন্ধ রহিত নর, হইবে তখন॥

এইরূপে অবসান সংসার বন্ধন।
যাবে প্রাণ, ধন জন,
রবি শশী ত্রিভুবন,

পূর্ণ ধরা, হয় হারা, প্রলয়ে যেমন।
ঘুচিবে সংসার বাস আসিলে মরণ ॥

কেন তবে মিছা আর মায়ার বন্ধন ?
শৈশব যৌবন যায়,
বার্দ্ধক্য ফিরিয়া চায়,
হরে কাল পরমায়ু তস্কর সমান।
মমতায়, তবু হায়! বদ্ধ এ পরাণ ॥

ত্যজিব সংসার বাস র'ব না'ক আর।
গেছে দিন, এই বার—
করি সুখ পরিহার,
ঘুচা'ব মনের সাধ হয়েছে সময়।
"নিমীলিত নেত্রে থাকা আর শ্রেয়ঃ নয় ॥"

সাধ হৃদে, বনবাস করিতে গ্রহণ।
ত্যজিয়া স্নেহের পিতা,
মায়ার মুরতি মাতা,
প্রেমের প্রতিমা জায়া, কুমার আমার।
ত্যজিনু জন্মের মত মমতা সবার ॥

সাধে প্রাণ যেতে চায় ত্যজিয়ে বন্ধন।
বিলম্ব সহেনা আর,
পূর্ণ ধরা হাহাকার,
বিনাশিতে দুঃখ ভার করিব যতন।
অন্ধ মাঝে অন্ধ হ'য়ে র'ব কি কারণ ॥

ঘুচা'ব জীবের ব্যাথা প্রাণের রোদন।
বিনাশিতে দুঃখ ভার,
পশু পক্ষী সবাকার,
ধরামাঝে নর নারী আছে যত জন।
মুছাইব সবাকার প্রাণের রোদন॥

দিবস শর্ব্বরী করি মুক্তি অন্বেষণ।
ঘুচাইব হিংসা দ্বেষ,
মানবের ছদ্মবেশ,
আনিব জগত মাঝে অমূল্য রতন।
সাধিব বিভুর পদে জগত কল্যাণ॥

জ্ঞানালোকে হ'বে দূর, সংসার আঁধার
এই ঘোর নিশিথিনী,—
যাবে চলে, দিনমণি,—
উদিবে উদয়াচলে, কণকবরণ।
পাইবে জগৎ জনে নূতন নয়ন॥

আর নয়, দিন যায়, লইতে বিদায়—
উদাস পরাণ আজি,
যাইব সংসার ত্যজি,
মানবের দুঃখভার করিতে মোচন।
মনসাধে বনবাস করিব গ্রহণ॥

(সারথীর প্রবেশ।)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। হে সারথি! কর অশ্ব প্রস্তত আমার,
ত্যজিব সংসার বাস,

ত্যজিব মায়ার পাশ,
ত্যজিব জন্মের মত র'ব না'ক আর।

সারথী। যুবরাজ! আজ্ঞা তব, শিরোধার্য্য মোর।

(প্রস্থান)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। আজি প্রিয়া! কাঁদে হিয়া, ব্যাকুল পরাণ।
যাইতে তোমার পাশ,
তাই বহে দীর্ঘশ্বাস,
দাঁড়ায়ে গৃহের দ্বারে, লইনু বিদায়।
অনাথিনী করে আজি চলিনু তোমায়॥

জনমের মত ত্যজি সোণার সংসার।
"সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ"
অভাগা রতনে তুমি করিও যতন।
রজনী প্রভাত হ'লে করোনা রোদন॥

বিভাবরী! পায়ে ধরি হয়োনা প্রভাত।
নিকটে না হেরি পতি,
ভাসাবে ধরণী, সতী,
তাই ফাটে আজি হৃদি, করিয়া স্মরণ।
লইনু বিদায় এবে জন্মের মতন॥

প্রলোভন! দূর হও, মিছা কেন আর?
জন্মের মতন, পিত!
বিদায় মাগিছে সুত,

প্রণমি জননী আজি চরণে তোমার।
পূরিলে মনের সাধ ফিরিব আবার॥

পট পরিবর্ত্তন।

—*—

দৃশ্য——উদ্যানের এক প্রান্ত।

(সারথী ও সর্ব্বার্থসিদ্ধের প্রবেশ)

সারথী। হে রাজন্! অকারণ কোথা চলে যাও?
ত্যজিয়া জন্মের মত,
পিতা মাতা পত্নী সুত,
প্রাণসম শাক্যগণে কেমনে কাঁদাও?
অকারণ নিদারুণ হয়োনাকো আর।
জন্মেছে কুমার নব,
উচিত কি হয় তব?
ত্যজিতে এ রাজ্য সুখ সোণার সংসার?

সর্ব্বার্থসিদ্ধ। দীনপূর্ণ, আর কেন বৃথা বার বার।
তুলিয়া স্নেহের কথা,
বাড়াও অন্তর ব্যাথা,
জীবের সন্তাপে মোর পরাণ কাতর॥
মহাব্রতে ভুলি হায় র'ব কতকাল?
কি সুখ আশার তরে,
রহে জীব এ সংসারে?
ছার সুখ! কি বিষাদ!! জনমে জঞ্জাল।

কেবা কার? এ সংসার মায়ার বন্ধন।
জরা মৃত্যু পায় পায়,
এই মাত্র পরিচয়,
রোগ শোক পূর্ণধরা কেবল ক্রন্দন॥

তাই আজি, যাই ত্যজি, মায়ার সংসার
নতুবা দুদিন বাদে,
আপনি ত্যজিতে হবে,
মরণ আসিলে নরে কে রাখিবে আর?

রে ছন্দক!
চলিনু জন্মের তরে, বিদায় এখন।
মিটাতে প্রাণের তৃষা,
অন্তরে হয়েছে আশা,
নিবারিব জগতের কাতর রোদন॥

গৃহে যাও, ফিরে যাও, করোনা বারণ।
চলিনু জন্মের তরে,
হের ঐ সকাতরে—
ডাকিছে জগৎজনে, মুছাতে নয়ন॥

(উভয়ের প্রস্থান)

স্কট-প্রণীত “ব্রাইড্ অব্ দি লা মুর” অবলম্বনে রচিত। ডিমাই ৮ পেজী ২২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

২য় নং। “বিরাজ-মোহন” প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, এবং “নব্য-ভারত” সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত। ডিমাই ৮ পেজী ১৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

৩য় নং। “সচিত্র একাধিক সহস্র রজনী”—ডিমাই ৮ পেজী ৪১৬ পৃষ্ঠা মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

৪র্থ নং। “সচিত্র পারস্য-কুসুম”—প্রসিদ্ধ লেখক ও “পাক প্রণালী” সম্পাদক প্রণীত। রয়েল ১২ পেজী ৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১্ এক টাকা।

“প্রেমের সন্ন্যাসী” সম্বন্ধে দুই একজন সম্পাদকের মতামত।

সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র মিরার (Mirror) কি বলিয়াছেন দেখুন :—

“A large Variety of interesting incidents is skillfully interwoven with this romantic production. The character of the artless *Aheria* has been well conceived and executed. Judging from the hymns and Verses that are thrown in here and there, it would appear that poetry is the writers *forte*":—The Indian Mirror. Saterday January 12th. 1889.

“প্রজাবন্ধু” কি বলিয়াছেন দেখুন :—

“প্রেমের সন্ন্যাসী”—শ্রী........................বিরচিত। এখানি উপন্যাস পুস্তক, লেখকের প্রথম উদ্যম। কিন্তু গ্রন্থকার এ পরিচয় না দিলে, এখানি যে একজন অভ্যস্থ ব্যক্তির হস্ত হইতে প্রসূত, তাহাই সকলে ধারণা করিতেন। উপন্যাসের গল্প ভাগটী এরূপ সুন্দরভাবে সজ্জিত, যে পাঠ করিতে করিতে কখনই ত্যাগ করা যায় না। রচনা অতি প্রাঞ্জল এবং আধুনিক রুচি অনুসারে গ্রথিত। ইহাতে তিনটি চরিত্রের বেশ পরিস্ফুট চিত্র আছে। একটি “প্রেমের-সন্ন্যাসী” বিজয়, অপরটি প্রেমের সন্ন্যাসিনী “সরোজিনী” এবং তৃতীয়টী প্রেমে উন্মাদিনী “আহেরিয়া”। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী আনুসঙ্গিক চিত্র উপরোক্ত চরিত্র কয়টির ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিয়াছে। ফলতঃ এই

চারিটি চরিত্র লইয়া যেমন উপন্যাস খানি প্রাণপ্রাপ্ত হইয়াছে, গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার সহিত সেই চরিত্রগুলির কূটস্থান সকল উদ্ভেদ করিয়া সেইরূপ পুস্তক খানির অমর জীবন দান করিয়াছেন। প্রধান চরিত্রগুলি ব্যতীত অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল চরিত্র আছে, তাহাও সম্ভবমত, কাল বা স্থানানুসারে পরিস্ফুট আছে। যাহা হউক এ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।—"প্রজাবন্ধু"—২৫শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১২৯৫ সাল।